১৯৯৭

সালের পর দিক্ষা প্রক্রিয়া

শ্রীল প্রভুপাদের দীক্ষায় ঋত্বিক প্রথার পক্ষে সমস্ত নথি এবং শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ উপাস্থাপন করা হয়েছে।

www.iskm.international

উৎসর্গ

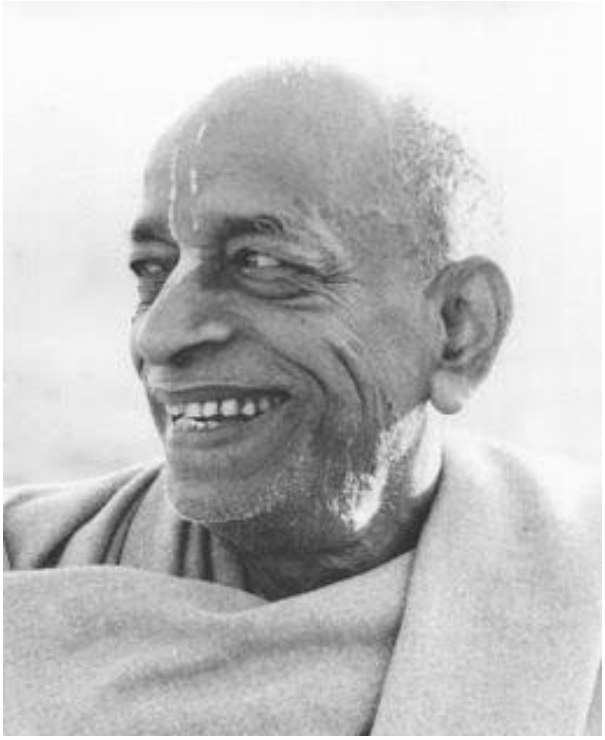

কৃষ্ণ কৃপা শ্রী মূর্তি শ্রীল অভয়চরনার বৃন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদ।।

সুচিপত্র

ভুমিকা ৪

অধ্যায় ১\ প্রামাণ্য তথ্যচিত্র

১.১ এপয়েন্টমেন্ট টেপ বিশ্লেষণ ১১

১.২ অফিসিয়ালি নিযুক্ত ঋত্বিক গণ ১৭

১.৩ শ্রীল প্রভুপাদের দলিলের ঘোষণার বিশ্লেষণ ২৩

অধ্যায় ২\ দার্শনিক প্রমাণ

২.১ দীক্ষার সংজ্ঞা ২৬

২.২ মূলত কে দীক্ষাগুরু হতে পারে ? ২৯

২.২.১ দীক্ষাগুরুর যোগ্যতা ২৯

২.২.২ দীক্ষাগুরুর অনুমোদন ৩২

২.৩ পরম্পরা পাজেল ৩৩

২.৩.১ শিষ্য গ্রহন করার জন্য গুরুকে কি শারীরিক ভাবে উপস্থিত থাকতেই হবে ? ৩৪

২.৩.২ আমরা কি পূর্বগামী আচার্যগণ দের থেকে শিক্ষা নিতে পারি ? ৩৯

২.৩.৩ শ্রীল প্রভুপাদ কি শিষ্য পরম্পরা ভঙ্গ করছেন ? ৪০

২.৩.৪ কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ এর পূর্বে কিছুটা অন্য রকম বলেছিল ৪৩

২.৪ শ্রীল প্রভপাদ কি ইস্কনের শিক্ষা গুরু নাকি দীক্ষা গুরু ? ৪৮

অধ্যায় ৩\ বিচ্যুতির শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা

বিচ্যুতির কারন ৫০

৩.২ বিপদগামি ও তাদের অনুসারীদের অবস্থান ৫৪

৩.৩ কি করে এই অবস্থার সংশোধন করব ? ৫৮

৩.৪ এমন পরিপন্থী কিছু দেখলে কি করে এর মোকাবেলা করব ? ৬০

উপসংহার ৬২

পিরামিড হাউস আলোচনা ৬৫

দলিলের ঘোষণা ৬৯

ভূমিকা

২০১৬ইং সালে এই বইয়ের সংকলন সময়ে, আমাদের জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীল প্রভুপাদের শারীরিক প্রস্থানের ৩৯ বছর পার হয়ে গেছে। শ্রীল প্রভুপাদ জীবিত থাকাকালীন শেষ ১২ বছরে তাঁর পারমার্থিক পরিচালনাধীনে মহান আন্তরিকতার সাথে ছয় মহাদেশের দূরদূরান্তে ছড়িয়ে দিয়েছিল হরে কৃষ্ণ আন্দোলন এবং খুঁজে খুঁজে তুলেনিয়েছিল সকল সৌভাগ্যবান আত্মাদের এবং তাদের তৈরী করেছিল শ্রীকৃষ্ণের কাছে চূড়ান্ত গন্তব্য স্থানে ভগবদ ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য । এই আন্দোলনের বিশুদ্ধতা একান্তই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু প্রায় সকল স্তরে কিছু অনবিজ্ঞ উপাসকমন্ডলী/ভক্তমন্ডলী দ্বারা বিভিন্ন ভূল-ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা সমগ্র বিশ্বে এই আন্দোলন ধৈর্য্যের সাথে চালিয়ে গিয়েছিল এবং শ্রীল প্রভুপাদ অভিরামভাবে তাঁর শিষ্যদের পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন।

তাঁর জীবন অতিবাহিত হওয়ার শেষ সময়ে তাঁর অনুগামীদের প্রতি প্রধান প্রধান অনুরোধের মধ্যে একটি ছিল যে, আমার প্রতি তোমাদের ভালবাসা নির্ভর করবে, আমি চলে যাওয়ার পর তোমরা কীভাবে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা করবে তার উপর।

আমি চাই যে প্রত্যেকটা শাখা আচার্য্যকে কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে রেখে সতন্ত্র পরিচয় বজায় রাখার জন্য নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা করবে। এই নীতিতে সারা বিশ্বে আমরা অসংখ্যা শাখা খুলতে পারি।

কীর্তনানন্দকে দেয়া প্রভুপাদের চিঠি ফেব্রুয়ারী-১১, ১৯৬৭

সান ফ্রানসিস্কো

ক্যালিফোর্নিয়া

ইউ.এস.এ

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যকে কেন্দ্রস্থলে রাখা বলতে শ্রীল প্রভুপাদ বুঝিয়েছেন তাঁর সকল নির্দেশনাকে কেন্দ্র করে দায়িত্ব পালন করা। তবেই আমাদের সহযোগিতার মাধ্যমে এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। তথাপিও ১৯৭৭ সাল হইতে এই পর্যন্ত বিচ্যুতি, প্রতারণা, বিচ্ছেদ,অবিশ্বাস, হতাশা, সংঘাত ঈর্ষা ও প্রচুর পরিমাণে সহিংসতার ইতিহাস রয়েছে।

শ্রী প্রভুপাদের নির্দেশ অনুসারে এখনই সময় বিচক্ষণতার সাথে বস্তুনিষ্ঠ কারণ গুলো চিহ্নিত করা এবং এসব সমস্যার সমাধান করা। এমন কোন বহিরাগত শক্তি নেই যে আমাদের আন্দোলনকে বন্ধ করতে পারে। এটা শুধুমাত্র আমাদের মধ্যে থেকেই ধ্বংস করা যাবে। এটা শুধু হতে পারে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশকে অমান্য করার ফলে। সুন্দর একটি মুক্তার মালাকে ঝুলিয়ে রাখার জন্য যেমন একটি সুতার প্রয়োজন হয়, শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশাবলী ঠিক ঐ সুতার মতো যা আন্দোলনের সৌন্দর্য্য ধরে রেখেছে। যদি কেউ, প্রভুপাদের নির্দেশাবলী অমান্য করে, তাহলে আন্দোলনের সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হবে, ঠিক যেমন সুতাটি কেটে দিলে ঐ মুক্তার মালার সমস্ত সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হবে। যেটি বিশেষতঃ ঘটেছে শ্রীল প্রভুপাদের প্রস্থানের পর দীক্ষা অনুষ্ঠানের সময়ে।

এই বইয়ের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ-

১। কিভাবে দীক্ষা অনুষ্ঠান সম্পাদিত হবে সে সম্পর্কে অবগত হওয়া শ্রীল প্রভুপাদের চূড়ান্ত নির্দেশের মাধ্যমে।

২। শাস্ত্রীয় ও ইতিহাসের বিচারে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশকে সত্যতা প্রমাণ করা।

৩। শাস্ত্রীয় ইতিহাসের বিচার ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের এই মূল সমস্যাটির সমাধান ব্যাখ্যা করা।

এই বইটি সম্পূর্ণভাবে শ্রীল প্রভুপাদের অফিসিয়্যাল দলিলের উপর ভিত্তি করে এবং শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক অনুবাদ করা শ্রীমদ্ভগবদ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবতম এবং বিভিন্ন শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি দ্বারা সমর্থিত। আমরা এই বইটিতে যা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি তা হলো শ্রীল প্রভুপাদের মূল লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন এবং উৎসাহিত করতে সেইসব ভক্তদের যারা আজও সত্যের লক্ষ্যে প্রতীয়মান।

মানব সমাজের প্রধান কাজ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করা, তাঁর ভক্ত হওয়া, তাঁর পূজা করা এবং তাঁকে প্রণতি নিবেদন করা। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আচার্য্য অর্থাৎ প্রতিনিধি এই নীতি প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তিনি যখন অপ্রকট হন, তখন পুনঃরায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ঠিক সেই সময়ে আদর্শ, একনিষ্ঠ শিষ্যরা তাঁর গুরুর আদেশ মান্য করে সেই বিশৃঙ্খলা অবস্থার উপশম করার চেষ্টা করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতম ৪-২৮-৪৮ সারাংশ

আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ কৃপাময় সুন্দর গোপাল প্রভুকে বিশেষ ধন্যবাদ, যিনি সিঙ্গাপুর কৃষ্ণ মন্দিরের অধিষ্ঠাতা এবং আন্তর্জাতিক শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের জ্যেষ্ঠ পরামর্শদাতা এবং ১৯৭৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক দিক্ষীত হন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের আন্তরিক সেবায় তাঁর জীবনের চার দশকেরও বেশী সময় অতিবাহিত করেছেন এবং তিনি সর্বদা একটি দৈনিক ভিত্তিতে শ্রীল প্রভুপাদের সমস্ত পারমার্থিক গ্রন্থ সমূহ অধ্যয়ন করেন এবং সেই সব গ্রন্থ সমূহের সূক্ষ্ম অর্থ খুটিয়ে দেখেন। তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং ভাগবতম থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্তবক একত্র করেছিলেন যা আমাদের অবস্থাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিহ্নিত

করে। তিনি সকলের সুবিধার জন্য সেই সব শ্লোক সংকলন করতে চেয়েছিলেন। এছাড়া তিনি সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেন সেই সব শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদের যারা শ্রীল প্রভুপাদের আন্দোলনকে কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনতে চায় এবং কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি আন্তরিকতা ও উদ্দিপনা নিয়ে একত্রে কাজ করে যাচ্ছেন। ১৯৭৭ সালের পর দীক্ষাবিধি কিরকম হওয়া উচিত সে বিষয়ে তিনি এ বিশেষ নথিটি প্রস্তুত করেন যাতে ভবিষ্যতে সকলে উপকৃত হতে পারেন।

এই বইয়ের সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ ও তথ্যসমূহ এখনের জন্য যথেষ্ট। যদি অতিরিক্ত প্রসঙ্গ ভবিষ্যতে পাওয়া যায় যা প্রতিপন্ন হতে পারে, সেই সব প্রসঙ্গ পুনঃরায় একত্রিভূত করা হবে। বর্তমানে ১৯৭৭ সালের পর দীক্ষাবিধান নথি ১ম সংস্করন হিসাবে প্রকাশিত হলো।

আপনাদের দাশ অনুদাশ আন্তজার্তিক

শ্রী কৃষ্ণ মন্দিরের ভক্তবৃন্দ

প্রতিষ্ঠাত আচার্য্য এ.সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদ হচ্ছে সত্যিকারের একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত আচার্য্য। তিনি বিশুদ্ধ ও পবিত্রতার সাথে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে তাঁর পূর্বসূরী আচার্য্যের (শ্রীল প্রভুপাদের গুরু) প্রতি অনুগত থাকতেন এবং এইভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারকে একটি অভূতপূর্ব স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ৫০০ বছর পূর্বের বাণী পবিত্র হরে কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন যেন প্রত্যেক গ্রাম, শহরে প্রচার করা হয়।

সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর একক প্রচেষ্টায় হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং সমগ্র বিশ্বে প্রচার করেছিলেন হরি নাম সংকীর্ত্তন। তিনি কোন কিছুই পরিবর্তন করেন নি। শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন- "পরিবর্তন মানে বদমাশী"।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হরি নাম সংকীর্ত্তনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ তখনকার চলমান সময় ও পরিস্থিতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিল। যেটি তাঁর নিছক আধ্যাত্মিক প্রতিভা ছিল। আরও কিছু মানিয়ে নেয়ার বিষয় ছিল তার মধ্যে একটি হচ্ছে প্রতিদিন ১৬ মালা জপ, যেটি প্রকৃতপক্ষে ছিল ৬৪ মালা । আরেকটি হলো দীক্ষা প্রক্রিয়া চালিয়ে নেয়ার জন্য ঋত্বিক প্রথা।

দীক্ষা মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ যার ফলে আধ্যাত্মিক সৎ গুরুর অধীনে নিজেদের সংশোধন করে এক আধ্যাত্মিক জীবনের শুভ সূচনা করতে পারা।

ব্রহ্মান্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।

গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥

জীব তার কর্ম অনুসারে ব্রহ্মান্ডে ভ্রমণ করে। কখনও সে উচ্চতর লোকে উন্নীত হয় এবং কখনো নিম্নতর লোকে অধঃপতিত হয়। এইভাবে ভ্রমণরত অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎ কোন একটি জীব তার অসীম সৌভাগ্যের ফলে, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সদগুরুর সান্নিধ্য লাভ করে। এইভাবে গুরু ও কৃষ্ণ উভয়ের কৃপার প্রভাবে জীব ভক্তি লতার বীজ প্রাপ্ত হয়।

চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা- ১৯.১৫১

যদিও আধ্যাত্মিক গুরু একজনই হয়ে থাকে কিন্তু গুরুকে চার প্রকারে বিভক্ত করা হয়েছে আর প্রত্যেকেরই একটিই কর্তব্য, তা হলো সকল বদ্ধ জীবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদ্মচরণে সমর্পিত করতে সাহায্য করা ঃ-

১। ভার্ত্ম-প্রদর্শক গুরু ঃ- যে আধ্যাত্মিক গুরু আমাদের প্রথমবার আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে তথ্য দেয়।

২। দীক্ষা গুরু ঃ- যে আধ্যাত্মিক গুরু আমাদের শাস্ত্রের বিধি নিয়ম অনুসারে দীক্ষা দেয় তাকে বলা হয় দীক্ষা গুরু। দীক্ষা গুরু চৈত্য গুরুর প্রত্যক্ষ প্রকাশ হিসেবে বিবেচিত হয়। একজনের কেবল একটি দীক্ষাগুরু থাকতে পারে।

৩। শিক্ষা গুরু ঃ- যে আধ্যাত্মিক গুরু আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য দীক্ষা গুরুর নির্দেশাবলী অনুযায়ী শিক্ষাদান করে থাকেন, তাকে শিক্ষা গুরু বলা হয়।

৪। চৈত্য গুরু ঃ- একজন আধ্যাত্মিক গুরু বা পরমাত্মা হচ্ছেন চৈত্য গুরু। যিনি অন্তর হতে আমাদের নির্দেশ প্রদান করেন।

চৈত্য গুরু হচ্ছে পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একজন সম্প্রসারণ। অন্য তিন প্রকারের গুরুর মধ্যে শিক্ষা গুরু এবং ভার্ত্ম প্রদর্শক গুরু, দীক্ষা গুরুর নির্দেশে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার আন্তরিকতার সাথে বহন করে চলে। তারা নিজেরা হয়তো এখনো বিশুদ্ধ ভক্ত হতে বা নাও হতে পারে।

কিন্তু একজন দীক্ষা গুরু সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোচ্চ দায়িত্বপ্রাপ্ত শুদ্ধভক্ত স্থানের দাবী রাখে। দীক্ষা গুরু অথবা আধ্যাত্মিক দীক্ষা গুরু হওয়ার জন্য তাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের

বিশুদ্ধ ভক্ত হওয়া উচিত এবং তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু (পূর্বসূরী গুরু) দ্বারা সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া উচিত। এমনকি শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর শারীরিক প্রস্থানের পর শিষ্যদের গ্রহণ করার জন্য তাঁর প্রতিনিধিদের দ্বারা একটি দীক্ষা পদ্ধতি পেশ করে গেছেন। যারা শ্রীল প্রভুপাদের পক্ষ থেকে দীক্ষা প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবেন এবং তাঁর পারমার্থিক আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যাবেন তাদের ঋত্বিক বলা হবে।

কিন্তু আজকে ইস্‌কনের কাছে ঋত্বিক শব্দটা অসহনীয়। তারা এই শব্দটিকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে। কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে একটিবারও ঋত্বিক হিসেবে বিবেচনা করে তখন তাকে মারাত্মক অপরাধী হিসেবে গণ্য করা হয়। শ্রীল প্রভুপাদকে যখন ভবিষ্যতে দীক্ষা দান কীভাবে হবে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হয় তখন এটিই (ঋত্বিক) একমাত্র শব্দ যেটি শ্রীল প্রভুপাদ সর্বোচ্চ বার ব্যবহার করেছিলেন, বিশেষভাবে যখন শ্রীল প্রভুপাদ আর আমাদের মাঝে থাকবেন না।

-ঃ কথোপকথন ঃ-

১। সৎ স্বরূপ দাশ ঃ- আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন ভবিষ্যতে দীক্ষা সংক্রান্ত প্রশ্ন, বিশেষ করে, যখন আপনি আর আমাদের মধ্যে থাকবেন না, আমরা জানতে চাই প্রথম আর দ্বিতীয় দীক্ষা কিভাবে সম্পাদিত হবে?

২। শ্রীল প্রভুপাদ ঃ- হ্যাঁ আমি তোমাদের মধ্যে কয়েকজনকে নির্বাচন করব। এটার একটা ব্যবস্থা করার পরে। আমি তোমাদের মধ্যে কয়েকজনকে আচার্য্যের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করব।

৩। তমালকৃষ্ণ গোস্বামী ঃ- একে কি ঋত্বিক আচার্য্য বলা হয়?

৪। শ্রীল প্রভুপাদ ঃ- ঋত্বিক হ্যাঁ।

বৃন্দাবন মে ২৮- ১৯৭৭

কিন্তু দীক্ষা দান প্রক্রিয়ার এই ঋত্বিক প্রথা কিছু খামখেয়ালী ভক্তের জন্য বাস্তবায়ন হয়নি। কিন্তু আমাদের অতীব শ্রদ্ধেয় কৃপাময়ী শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের সকলের ভালোর জন্য ঋত্বিক প্রথা অনুমোদন করে গেছেন।

অধ্যায় এক

প্রামাণ্য তথ্যচিত্র

ইসকনের সমস্ত ব্যবস্থাপনাগত সংস্করণের জন্য, শ্রীল প্রভুপাদ উন্মোচিত করেছিলেন সমস্ত পদোধিকার সংক্রান্ত নথি, যা পরিস্কারভাবে শ্রীল প্রভুপাদের অভিপ্রায়ের প্রতিফলন হিসেবে ধরা যায়।

এই অধ্যায়ে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের শারীরিক তিরোধানের পর দীক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর উদ্দেশ্য কি ছিল তার কিছু অকাট্য প্রমাণ দেখতে পাব, যেটি ইসকনের আইনী দলিল ও অফিসিয়াল অডিও প্রতিলিপিতে পাওয়া গিয়েছিল।

এই অধ্যায়ে আমরা নিম্মোক্ত তিনটি নথি সম্পর্কে পড়বঃ-

১। অডিও প্রতিলিপি মে মাসের ২৮ তারিখ ১৯৭৭ সালের কথোপকথন।

২। ৯ই জুলাই ১৯৭৭ সালের চিঠি/নির্দেশ পত্র।

৩। শ্রীল প্রভুপাদের দলিলের ঘোষণাপত্র (৫ই জুন-১৯৭৭ইং)।

১.১ এ্যাপয়েন্টমেন্ট টেপ বিশ্লেষণ/সমাধান

আমরা এখন শুরু করব ২৮ই মে-১৯৭৭ সালের সরাসরি শ্রীল প্রভুপাদকে করা প্রশ্ন দিয়ে নিম্নোক্ত কথোপকথনটি ইসকনের কিছু অস্বীকৃত এবং অননুমোদিত গুরুর মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। চলুন এখন আমরা এটি দেখব।

১। সৎস্বরূপ দাশ গোস্বামী ঃ- আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন ভবিষ্যতে দীক্ষা সংক্রান্ত প্রশ্ন, বিশেষ করে, যখন আপনি আর আমাদের মধ্যে থাকবেন না। আমরা জানতে চাই প্রথম আর দ্বিতীয় দীক্ষা কীভাবে সম্পাদিত হবে?

২। শ্রীল প্রভুপাদ ঃ- হ্যাঁ, আমি তোমাদের মধ্যে কয়েকজনকে নির্বাচন করব। এটার একটা ব্যবস্থা করার পরে। আমি তোমাদের কয়েকজনকে আচার্য্যের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করব।

৩। কৃষ্ণ গোস্বামী ঃ- একে কি ঋত্বিক আচার্য্য বলা হয়?

৪। শ্রীল প্রভুপাদ ঃ- ঋত্বিক হ্যাঁ।

৫। সৎস্বরূপ দাস ঃ- তাহলে যিনি দীক্ষা দিচ্ছেন তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা .....

৬। শ্রীল প্রভুপাদ ঃ- তিনি গুরু, তিনি গুরু।

৭। সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী ঃ- কিন্তু তিনি আপনার হয়ে এটা করছেন।

৮। শ্রীল প্রভুপাদ ঃ- হ্যাঁ ওটা শিষ্টতা। কারণ আমি বর্তমান থাকতে কারোর গুরু হওয়া উচিত নয়। তাই আমার হয়ে করছেন। আমার আদেশে আমার আজ্ঞায় গুরু হওয়া, সে হচ্ছে আসল গুরু, কিন্তু আমার আদেশে।

৯। সৎস্বরূপ দাস ঃ- তাহলে তারা হয়তো আপনার শিষ্য হিসেবে গণ্য হবে?

১০। শ্রীল প্রভুপাদ ঃ- হ্যাঁ তারা শিষ্য কিন্তু এইরূপ ভাবনা ..... কে .....

১১। তমাল কৃষ্ণ ঃ- না উনি জিজ্ঞেস করছেন যে, এই ঋত্বিক আচার্য্যরা, তারা প্রতিনিধি হয়ে (তাদের) ..... যাদের তারা দীক্ষা দিচ্ছে তারা কার শিষ্য?

১২। শ্রীল প্রভুপাদ ঃ- তারা তাঁর শিষ্য।

১৩। তমাল কৃষ্ণ ঃ- তারা তাঁর শিষ্য?

১৪। শ্রীল প্রভুপাদ ঃ- যিনি দীক্ষা দিচ্ছেন তার (সে) উত্তর শিষ্য .....

১৫। সৎস্বরূপ দাস ঃ- এরপর আমাদের একটা প্রশ্ন আছে .....

১৬। শ্রীল প্রভুপাদ ঃ- যখন আমি তোমাদের গুরু হতে আদেশ করব, সে সরাসরি (দীক্ষা) গুরু হবে। এই টুকুই, সে আমার শিষ্যের শিষ্য হবে, দেখা যাক।

<u>বিশ্লেষণ</u>

উপরোক্ত কথোপকথন প্রথমে একটু বিভ্রান্তজনক হতে পারে। এখন আমাদের একটি ভাল দৃষ্টিকোণ লাভ করতে হলে উপরের কথোপকথনগুলো বিশ্লেষণাত্বক পক্ষপাতিত্বহীন হয়ে অধ্যয়ন করতে হবে।

১। সৎস্বরূপ ঃ- আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন ভবিষ্যতে দীক্ষা সংক্রান্ত প্রশ্ন, বিশেষ করে যখন আপনি আর আমাদের মধ্যে থাকবেন না। আমরা জানতে চাই প্রথম আর দ্বিতীয় দীক্ষা কীভাবে সম্পাদিত হবে?

২। শ্রীল প্রভুপাদ ঃ- হ্যাঁ, আমি তোমাদের মধ্যে কয়েকজনকে নির্বাচন করব। এটার একটা ব্যবস্থা করার পর, আমি তোমাদের মধ্যে কয়েকজনকে আচার্য্যের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করব।

৩। তমাল কৃষ্ণ ঃ- একে কী ঋত্বিক আচার্য্য বলা হয়?

৪। শ্রীল প্রভুপাদ ঃ- ঋত্বিক, হ্যাঁ।

উপরের ১ নম্বর পয়েন্টে প্রশ্নটি সোজা এবং সাধারণ। শ্রীল প্রভুপাদ ২ নম্বর পয়েন্টে প্রশ্নটির উত্তর খুবই সাধারণভাবে দিলেন এবং ৪ নম্বর পয়েন্টে তিনি "ঋত্বিক" শব্দটি ব্যবহার করলেন। যদিও পরবর্তী কথোপকথনগুলো কিছুটা বিভ্রান্তিকর, কিন্তু এখানে শ্রীল প্রভুপাদ পরিস্কারভাবে "ঋত্বিক" কথাটি উল্লেখ করেছেন।

আসলে এই ঋত্বিক শব্দটি অর্থ কী? শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর সমস্ত গ্রন্থে ১৭ বার 'ঋত্বিক' শব্দটি উল্লেখ করেছেন, যেখানে সবগুলো শব্দ শুধুমাত্র একটি জিনিসকে বোঝাতে চেয়েছে তা হলো ইংরেজিতে '**Priest**' বাংলাতে যাকে বলে পুরোহিত বা ঋত্বিক। একজন পুরোহিত বা ঋত্বিক অবশ্যই কারো পক্ষ থেকে কোন অনুষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করে। তার কাজ শুধুমাত্র অনুষ্ঠানকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া। তিনি (ঋত্বিক) সম্পূর্ণভাবে একজন গুরু বা আচার্য্য (যার অধিক যোগ্যতার সাথে সাথে অধিক দায়িত্বও রয়েছে) তাঁর (গুরু) থেকে ভিন্ন।

একজন আচার্য্যের যোগ্যতা এতটাই যে, সে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একজন পরম ভক্ত এবং তিনি তাঁর অচৈতন্য ভক্তদের দিব্য জ্ঞান দান করে থাকেন। একজন ভক্ত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরে গুরুর পূজা করতে পারেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলেছিলেন-

চক্ষুদান দিল যে, জন্মে জন্মে প্রভু সে

একজন গুরু বা আচার্য্য সে তাঁর ভক্তের জন্ম-জন্মান্তরের প্রভু। কিন্তু একজন ঋত্বিক তাঁর এই জায়গাটি নিতে পারে না।

৫। সৎস্বরূপ ঃ- তাহলে যিনি দীক্ষা দিচ্ছেন তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা .....।

৬। শ্রীল প্রভুপাদ ঃ- তিনি গুরু, তিনি গুরু।

৫ নম্বর পয়েন্টে সৎস্বরূপ জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলেন একজন ঋত্বিক ও ভক্তের মধ্যে সম্পর্কটা কী হবে? কিন্তু তিনি সঠিকভাবে প্রশ্নটা তুলে ধরতে পারেনি, তার পরিবর্তে তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে একজন গুরু অথবা দীক্ষাদানকারীর সাথে তার ভক্তের সম্পর্ক কী? এখানে ভাল করে লক্ষ্য করুন যে, দীক্ষাদানকারী বা গুরু হচ্ছেন শুধুমাত্র শ্রীল প্রভুপাদ আর ঋত্বিক হচ্ছে গুরু বা আচার্য্যের প্রতিনিধি। তাই ৬ নম্বর পয়েন্টে "গুরু" শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যা শুধুমাত্র নিজের জন্য।

৭। সৎস্বরূপ ঃ- কিন্তু তিনি আপনার হয়ে এটা করছেন।

৮। শ্রীল প্রভুপাদ ঃ- হ্যাঁ, ওটা শিষ্টতা। কারণ আমি বর্তমান থাকতে কারোর গুরু হওয়া উচিত নয়। তাই আমার হয়ে করছেন। আমার আদেশে আমার আজ্ঞায় গুরু হওয়া, সে হচ্ছে আসল গুরু। কিন্তু আমার আদেশে।

৭ নম্বর পয়েন্টে সৎস্বরূপ যা বুঝেছিল তা স্পষ্ট করার চেষ্টা করছিল। ৮ নম্বর পয়েন্টে শ্রীল প্রভুপাদ স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, একজন গুরু বর্তমান থাকা অবস্থায় আরেকজন গুরু হওয়া কোন শিষ্টাচার নয়। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন আমার আজ্ঞায়, আমার আদেশে গুরু হওয়া"। তাঁর কোন ঋত্বিক স্বয়ংক্রিয়ভাবে গুরু হতে পারবেন না, তাকে তার গুরুর আদেশের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এখানে ভাল করে লক্ষ্য করুন শ্রীল প্রভুপাদ আদেশের কথা বলছেন যেটি সম্পূর্ণভাবে ভবিষ্যত কালকে চিহ্নিত করছে।

৯। সৎস্বরূপ ঃ- তাহলে তারা আপনার শিষ্য হিসেবে গণ্য হবে?

১০। শ্রীল প্রভুপাদ ঃ- হ্যাঁ, তারা শিষ্য কিন্তু এইরূপ ভাবনা.....কে.....

১১। তমাল কৃষ্ণ ঃ- না, উনি জিজ্ঞেস করছেন যে এই ঋত্বিক আচার্য্যরা, তারা প্রতিনিধি হয়ে ..... (তাদের) ..... যাদের তারা দীক্ষা দিচ্ছেন তারা কার শিষ্য?

১২। প্রভুপাদ ঃ- তারা তাঁর শিষ্য।

১৩। তমাল কৃষ্ণ ঃ- তারা তাঁর শিষ্য।

১৪। শ্রীল প্রভুপাদ ঃ- যিনি দীক্ষা দিচ্ছেন তার উত্তর শিষ্য।

১৫। সৎস্বরূপ ঃ- এরপর আমাদের একটা প্রশ্ন আছে।

১৬। শ্রীল প্রভুপাদ ঃ- যখন আমি তোমাদের গুরু হতে আদেশ করব। সে সরাসরি গুরু হবে। এই টুকুই, সে আমার শিষ্যের শিষ্য হবে, দেখা যাক।

১০ নম্বর পয়েন্টে দেখা যাচ্ছে শ্রীল প্রভুপাদ সৎস্বরূপের ৯ নম্বর পয়েন্টের প্রশ্ন বুঝতে পারেনি। তাই ১১নং পয়েন্টে তমাল কৃষ্ণ প্রশ্নটা ভাল করে পরিস্কার করে দিচ্ছেন। শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রশ্নটির উত্তর ১২ এবং ১৪ নম্বর পয়েন্টে সংমিশ্রণ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন "তারা তাঁর ভক্ত, যিনি দীক্ষা দিচ্ছেন"। তার মানে তারা শ্রীল প্রভুপাদের ভক্ত যেহেতু দীক্ষা শ্রীল প্রভুপাদ দিচ্ছেন, যেখানে ঋত্বিকদের তিনি প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আদেশ করেছিলেন। ১২ নম্বর পয়েন্টে শ্রীল প্রভুপাদ অর্ধেক উত্তর দিতেই, তমাল কৃষ্ণ ১৩ নম্বর পয়েন্টে সে কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন। তাই শ্রীল প্রভুপাদ ১২ নম্বর পয়েন্টে পরিপূর্ণ উত্তর দিতে পারলেন না, যা তিনি ১৪ নম্বর পয়েন্টে গিয়ে দিলেন।

১৪ নম্বর পয়েন্টে দেখা যাচ্ছে তিনি "উত্তর শিষ্য" শব্দটা ব্যবহার করেছেন। সৎস্বরূপ ১৫ নম্বর পয়েন্টে শ্রীল প্রভুপাদকে আরেকটি প্রশ্ন করার চেষ্টা করছিল কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ ১৪ নম্বর পয়েন্ট থেকে সরাসরি উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল যা ১৬ নম্বর পয়েন্টে তুলে ধরা হয়েছে। যে কেউ তার (ঋত্বিকের) উত্তর শিষ্য হতে পারেন, শুধুমাত্র যখন তিনি তাঁর কোন সদস্যকে গুরু হওয়ার আদেশ দিবেন। তারপর তিনি পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিলেন যে, দীক্ষা গুরু হওয়ার জন্য তাকে অবশ্যই আমার আদেশের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ সেই আদেশটি এই কথোপকথনের কোথাও করেন নি।

১.২ ঃ অফিসিয়ালী নিযুক্ত ঋত্বিকগণ

শ্রীল প্রভুপাদ ইসকনের ভবিষ্যতকে আপাতদৃষ্টিতে ২৮ই মে-১৯৭৭ইং সনের কথোপকথনের রহস্যের জালে ছেড়ে দেননি। তিনি সরাসরি একটি বিষয়ে এগোলেন। তিনি তার উদ্দেশ্য পরিস্কার ভাবে প্রকাশ করার জন্য একটি নির্দেশপত্র লিখেছিলেন, যেটি বিশ্বের সকল মন্দিরে প্রযোজ্য হবে। এখন এই নির্দেশ পত্রের উপর ভাল করে নজর দিন, যেটি প্রমাণের পরবর্তী ধাপ (একটি চিঠি ৯ই জুলাই-১৯৭৭ইং সন)।

নিম্মে মূল চিঠির একটি অংশ সন্নিবেশ করা হলো। এটি পড়া খুবই কষ্টকর হবে। তাই আমরা এখানে এই অংশটির একটি প্রতিলিপি যুক্ত করেছি। এই চিঠিতে শ্রীল প্রভুপাদ এবং তাঁর ব্যক্তিগত সচিব তমাল কৃষ্ণ গোস্বামীর স্বাক্ষর রয়েছে, যেটি আপনারা এই চিঠির শেষ প্রান্তে দেখতে পাবেন। এটি একটি বৈধ দলিল। ইসকনের সকল ভক্তকে অবশ্যই সন্দেহাতীতভাবে এই নির্দেশপত্র অনুসরণ করতে হবে।

ইস্কন

ইনটারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেস

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য ঃ কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ।

৯ই জুলাই, ১৯৭৭

সব জি.বি.সি ও মঠাধ্যক্ষদের প্রতি

প্রিয় মহারাজা ও প্রভুবৃন্দ,

আমার বিনীত দন্ডবৎ প্রণাম গ্রহণ করুন। সম্প্রতি, যখন সব জি.বি.সি. সদস্যরা কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তির সঙ্গে বৃন্দাবনে ছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে দীক্ষাদান অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য আচার্যের প্রতিনিধি 'ঋত্বিক' হিসেবে তিনি তাঁর কয়েকজন প্রধান শিষ্যকে নিয়োগ করবেন। দীক্ষাদান অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় দীক্ষা উভয়েই থাকবে। কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি তাই এখনও পর্যন্ত এগারোজনের নামের তালিকা দিয়েছেন যাঁরা এই কাজ করবেন ঃ

শ্রীমৎ কীর্তনানন্দ স্বামী মহারাজ

শ্রীমৎ সৎস্বরুপ দাস গোস্বামী

শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী

শ্রীমৎ তমাল কৃষ্ণ গোস্বামী

শ্রীমৎ হৃদয়ানন্দ গোস্বামী

শ্রীমৎ ভবানন্দ গোস্বামী

শ্রীমৎ হংসদূত স্বামী

শ্রীমৎ রামেশ্বর স্বামী

শ্রীমৎ হরিকেশ স্বামী

শ্রীপাদ ভগবান দাস অধিকারী

শ্রীপাদ জয়তীর্থ দাস অধিকারী

অতীতে, মঠাধ্যক্ষরা শ্রীল প্রভুপাদকে একজন বিশেষ ভক্তের দীক্ষাদানের সুপারিশ করে চিঠি লিখেছিলেন। এখন শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রতিনিধিদের নাম দিয়েছেন, মঠাধ্যক্ষরা প্রথম ও দ্বিতীয় দীক্ষাদানের জন্য এখন থেকে তাঁদের মঠগুলির কাছাকাছি যে প্রতিনিধিরা থাকবেন তাঁদের কাছে সুপারিশ পাঠাতে পারবেন। সুপারিশটি বিবেচনা করে এই প্রতিনিধিরা ভক্তটির আধ্যাত্মিক নামকরণ করে তাকে শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন, বা দ্বিতীয় দীক্ষার ক্ষেত্রে শ্রীল প্রভুপাদ যেমনটি করতেন, তেমনভাবে গায়ত্রী মন্ত্র দিতে পারেন। নবদীক্ষিত ভক্তরা কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শিষ্য হবেন আর পূর্বোল্লিখিত এগারোজন প্রধান ভক্ত তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবেন। এঁদের কাছ থেকে আধ্যাত্মিক নাম, গায়ত্রী মন্ত্র দেওয়ার ব্যাপারে চিঠি পাওয়ার পর মঠাধ্যক্ষ আগে যেমন হত সেরকমই মন্দিরে যজ্ঞ করবেন। যে প্রতিনিধি শিষ্যকে গ্রহণ করবেন, তিনি তার নাম শ্রীল প্রভুপাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন যাতে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তির "ইনিশিয়েটেড ডিসাইপলস" বইতে তার নাম যুক্ত হয়।

আশাকরি আপনারা সব কুশলে আছেন।

ইতি

আপনাদের দাসানুদাস

অনুমোদিত (মূল চিঠিতে সই আছে)

(মূল চিঠিতে শ্রীল প্রভুপাদের সই আছে) তমাল কৃষ্ণ গোস্বামী

শ্রীল প্রভুপাদের সচিব

১। এটি টলটলে পানির মতো পরিস্কার যে, শ্রীল প্রভুপাদের কাজের ধরণ খুবই স্পষ্টবাদী। তিনি যে কোন নির্দেশপত্র লিখিতভাবে সরবরাহ করেন, এবং বিশ্বের যে কোন ইসকন মন্দিরে তা প্রকাশ করেন। তিনি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলোকে কখনো ব্যক্তিগত কথোপকথন কিংবা বিভ্রান্তিকর এলোমেলো উপায়ে ফেলে রাখেন না।

২। দয়া করে উপরের চিঠিটার প্রথম অনুচ্ছেদটি ভালো করে লক্ষ্য করুন। তমাল কৃষ্ণ সম্প্রতি বৃন্দাবনে শ্রীল প্রভুপাদ ও জি.বি.সি'র সকল সদস্যদের মধ্যে যে সাক্ষাতকার হয়েছিল তা আরোপ করছেন। যেখানে দীক্ষাদান প্রক্রিয়া কীভাবে হবে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এই চিঠিটা মূলত ২৮ই মে ১৯৭৭ সালের অবিকল সারাংশ। তো যদি আপনাদের এখনো মনে হয় যে, ব্যাপারটা গোলমেলে পূর্বের বিশ্লেষণ থেকে এখানো বিষয়টা পরিস্কার হয়নি, তাহলে এই চিঠির মধ্যে এটির সুস্পষ্ট রূপ রয়েছে। এই চিঠিটা সরাসরি ভাবে ঐ দিনের কথোপথনকে নির্দেশ করে।

৩। তাছাড়া, ২৮ই মে এর কথোপকথনটি কিভাবে শুরু হয়েছিল তা মনে রাখাটা খুবই জরুরী। লাইনটি স্বরণ করুন "বিশেষ করে যখন আপনি আর আমাদের মাঝে থাকবেন না।" অর্থাৎ এই কথোপকথনের সকল প্রশ্ন বা উত্তরগুলো প্রযোজ্য হবে মূলত শ্রীল প্রভুপাদের তিরোধানের পর । ঐ প্রসঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ চিঠিটা পড়া উচিত।

৪। এই চিঠিটা শুরু হয়েছিল শ্রীল প্রভুপাদ ঋত্বিক নিয়োগ করবেন, এই কথাটি বলে। ঋত্বিক মানে আচার্য্যের প্রতিনিধি। তিনি সরাসরি কোনো গুরু নিয়োগ করেননি।

৫। পরবর্তীতে যে ১১ জনের নাম তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেন তারা প্রত্যেকেই ঋত্বিকের ভূমিকায় কাজ করবেন। বারংবার বললেন তারা গুভ হিসেবে নিয়োজিত হচ্ছে না।

৬। সবচেয়ে বড় ব্যাপারটি আসে ১১ জনের নাম উল্লেখ করার পর, ইংরেজি মূল চিঠিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ''**Henceforward**" যার আভিধানিক অর্থ "এখন থেকে "**Henceforward**" শব্দটি নির্দেশ করে এখন থেকে শুরু এবং ভবিষ্যতে পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তা চালিয়ে যাওয়া। শ্রীল প্রভুপাদ এমন কোন নির্দেশ কখনো দেন নি যে ঐ ১১ জনের প্রত্যেকে প্রভুপাদের তিরোধানের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে গুরু হবে। যেহেতু শ্রীল প্রভুপাদ এমন কোন আদেশ দেননি সুতরাং ধরে নেয়া যায় ঐ চিঠিটা শ্রীল প্রভুপাদের দীক্ষা দান সম্পর্কিত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

৭। এটাও বলা হয়েছে যে, মন্দিরের মঠাধ্যক্ষদের দ্বারা দীক্ষার জন্য প্রস্তাবনা পাঠানো হবে ১১ জন প্রতিনিধিদের মধ্যে যে সবচেয়ে কাছাকাছি থাকবে। কাছাকাছি বলতে যোগাযোগ সুবিধার কথা বোঝানো হচ্ছে। তমাল কৃষ্ণ গোস্বামী দলিলের পরশিষ্টে নিম্নোক্তি ব্যাখ্যাটি দিয়েছিলেন! "এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ যখন কেউ দীক্ষা নিবে, সে যদি না জানে তার নিকটে

কোন প্রতিনিধি অবস্থান করছেন, তখন তিনি যার কাছে মন চায় তার কাছে যাবে। বিশেষ করে যে প্রতিনিধি উনার বিশ্বাস অর্জন করতে পারবে, তার কাছ থেকে দীক্ষা নিবে। কিন্তু যখন এটা ঘোষণা করা হবে, কোনো প্রতিনিধির কাছাকাছি যে ভক্তরা অবস্থান করবেন, সে সমস্ত ভক্তরা শুধুমাত্র সে প্রতিনিধি থেকে দীক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন, তখন আর কোনো সমস্যা হবে না এবং সে প্রতিনিধি সেই ভক্তকে পরিপূর্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশ অনুসারে দীক্ষা প্রদান করবেন।

৮। এই চিঠিটার পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা নিম্নোক্ত ধাপগুলো দেখতে পাব, যেখানে শ্রীল প্রভুপাদের অভিপ্রায়ে আচার্য্যের (প্রভুপাদ) প্রতিনিধি নিয়োগ করা হচ্ছে।

(ক) প্রতিনিধিরা নবদীক্ষিত ভক্তদের শ্রীল প্রভুপাদের দীক্ষিত শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারবেন।

(খ) নবদীক্ষিত ভক্তরা কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি এ সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শিষ্য হবেন।

(গ) যে প্রতিনিধি শিষ্যকে গ্রহণ করবেন, তিনি তার নাম শ্রীল প্রভুপাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

(ঘ) যাতে কৃষ্ণকৃপা শ্রীমূর্তির "ইনিশিয়েটেড ডিসাইপলস" বইতে তার নাম যুক্ত হয়।

৯। তমাল কৃষ্ণ ১৯৮০ সালে আরেকটি সভায় জিজ্ঞেস করেছিলেন শ্রীল প্রভুপাদকে "এই এগারো জনের অবসানের পর কিংবা কেউ যদি আপনার কৃপা থেকে

বঞ্চিত হয় তাহলে কী হবে"? শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন "যদি প্রয়োজন পরে, অন্যদের নিয়োজিত করা হবে"।

এই চিঠিটা সর্বজনসম্মত দৃঢ় সাক্ষ্য প্রমাণ বহন করে যে, শ্রীল প্রভুপাদ দীক্ষাদানের জন্য ঋত্বিক প্রথা চালু করেন এবং সকল ভবিষ্যৎ শিষ্য তাঁর শিষ্য হবেন।

১.৩ শ্রীল প্রভুপাদের দলিলের ঘোষণার বিশ্লেষণ

পরবর্তী সাক্ষ্য প্রমাণ শ্রীল প্রভুপাদের দলিলের ঘোষণা থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু দলিলটি খুবই দীর্ঘ তাই এটি সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরা হয়নি। তাই আমরা এই দলিলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টের দিকে তাকাবো যেগুলো শ্রীল প্রভুপাদের মূল অবস্থানকে চিহ্নিত করবে অর্থাৎ একজন আধ্যাত্মিক দীক্ষা গুরু হিসেবে চিহ্নিত করবে।

১। গভর্নিং বডি কমিশন (জি.বি.সি) সম্পূর্ণ ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাস্‌নেসের পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যপারে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হবে।

(ক) এখন ধরা যাক একটি মন্দিরে, "ক" একজন ব্যক্তি যিনি এই মন্দিরের সভাপতি, আরেকজন ব্যক্তি "খ" জি.বি.সি-এর প্রতিনিধি (ঐ ভৌগলিক অঞ্চলের) এবং আরেকজন ব্যক্তি "গ" ঐ মন্দিরের সভাপতির গুরু। এখন "ক" চাইবে তার গুরু "গ" এর অনুগত হতে। এখন যদি জি.বি.সি প্রতিনিধিদের সকল নির্দেশাবলী তার (ক) গুরু "গ" এর নির্দেশাবলীর সাথে মিল না হয়, তাহলে "ক" জি.বি.সি প্রতিনিধিদের প্রতি অনুগত না হয়ে তার

গুরুর প্রতি অনুগত হবে, অর্থাৎ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে যা শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশাবলীর অবমাননা করা হবে। তাই শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশ অনুসারে শুধুমাত্র জি.বি.সি চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হবে, অন্য কেউ নয়।

(খ) উপরের চলিত গুরুর ধারার বিবেচনা করলে দেখা যায়, যে কোন ভক্ত তার নিজ গুরুর প্রতি অনুগত হতে গিয়ে অপরাধ করতে বাধ্য হবে ফলে সংঘর্ষ বাধতে পারে নিজেদের মধ্যে এবং ইসকন ধ্বংস হতে পারে। শ্রীল প্রভুপাদ যা বলেছিল "আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ ধ্বংস হতে পারে আমাদের মাধ্যমে"। কিন্তু ঋত্বিক প্রথা যদি চালু থাকে তাহলে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে না।

২। প্রতিটি মন্দির ইসকনের সম্পত্তি বলে পরিগণিত হবে এবং তিনজন কার্যনির্বাহী পরিচালক এগুলির দেখাশোনার দায়িত্বে থাকবেন। পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা এখন যেরকমভাবে চলছে সেরকমভাবেই চলবে এবং এর কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।

(ক) এখন যদি নতুনভাবে কোনো গুরু বৈশিষ্ট্যের সূত্রপাত হয় তাহলে পরিচালনা পদ্ধতি ও পরিবর্তন হবে, যা শ্রীল প্রভুপাদকে অমান্য করার মতোই হবে।

(খ) কিছু অননুমোদিত পরিবর্তনের কারণে, ইস্‌কন বারংবার পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। কারণ অযথার্থ কিছু গুরু চেষ্টা করছে তারা তাদের নিজ শিষ্যের উপর কর্তৃত্ব চালাতে। মন্দির পরিচালনাকারীরা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না। যার ফলে মন্দির পরিচালনাকারীরা সাঙ্ঘাতিক চাপের মধ্যে পড়ে গেছে।

(গ) ১৯৭৫ সালে জি বি সি মিটিং এবং পরিবর্তী আলোচনাও তাছাড়া জি.বি.সি রিরুদ্ধে যাচ্ছে। (গভর্নিং বডি কমিশন) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা এবং আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন জি.বি.সি। শ্রীল প্রভুপাদ হচ্ছেন ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য এবং সর্বোচ্চ অধিকারী জি.বি.সি'র প্রত্যেক সদস্যরা শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশ সম্মানের সাথে গ্রহণ করবে। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশাবলী সম্পাদন ব্যতীত তাদের নিজস্ব কোন উদ্দেশ্য বা কাজ থাকতে পারে না।

৩। ৩ নম্বর পয়েন্টে দেখা যায় ভারতবর্ষের প্রতিটি মন্দির ৩ জন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর দ্বারা গচ্ছিত হয়েছিল এবং প্রতিটি মন্দির ইসকনের সম্পত্তি বলে পরিগণিত হবে। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন এই এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টররা আজীবন এই পদে আসীন থাকবেন। উপরোক্ত ডিরেক্টররা তাদের কাজে ব্যর্থ হলে বা তাদের মৃত্যু হলে বাকী ডিরেক্টররা নতুন ডিরেক্টর নিয়োগ করতে পারবেন। তবে নতুন ডিরেক্টরকে আমার দীক্ষিত শিষ্য হতে হবে ও আমার বইতে যে রকম লেখা আছে সে অনুযায়ী ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাস্‌নেসের সব নিয়ম-নীতি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। আর সে সময় তিন জনের কম বা পাঁচ জনের বেশী এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর কাজ করতে পারবে না।

(ক) তাত্তিকভাবে যদি ২০৫০ সনের কথা বলি যখন শ্রীল প্রভুপাদের সকল শিষ্য অবসান নিবে তখন এই সম্পত্তির পরিচালনা কে করবে? সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে প্রজন্মের ভক্তদের দ্বারা মন্দির পরিচালিত হবে। এখন ৩নং পয়েন্টে ভালো করে লক্ষ্য করুন যেখানে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন নতুন ডিরেক্টর "আমার দীক্ষিত

ভক্ত” হতে হবে। আর এর জন্য ঋত্বিক প্রথা অবশ্যই চালু রাখতে হবে আর তা না হলে ৩ নম্বর পয়েন্ট অসত্য বলে পরিগণিত হচ্ছে।

(খ) যখন গিরিরাজ স্বামী ২রা জুন ১৯৭৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদকে খসড়া নীতি (ইচ্ছা পত্র) পড়ে শুনাচ্ছিলেন, তখন সেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল “একজন দীক্ষিত ভক্ত” কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের চূড়ান্ত দলিলে সেটি ছিল “আমার দীক্ষিত ভক্ত”। যেটি প্রমাণ করে যে, তারা সরাসরি শ্রীল প্রভুপাদকে অবমাননা করছে।

২৮ই মে-১৯৭৭ সালের কথোপকথন আর ১৯৭৭ সালের ৯ই জুলাই-এর চিঠি সমস্ত বিষয় শ্রীল প্রভুপাদ তার চূড়ান্ত নির্দেশাবলীতে তুলে ধরেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের তিরোধানের পর তাঁর দীক্ষা গুরুর পদ অপরিবর্তিত রেখে ঋত্বিক প্রথা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেছেন।

অধ্যায় - ২

দার্শনিক প্রমাণ

এতক্ষণ পর্যন্ত বৈধ দলিল এবং কথোপকথন থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের তথ্য প্রমাণ দেখেছি। এখন দার্শনিকভাবে আমরা গুরুততত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব যাতে আমরা বুঝতে পারি প্রকৃত অর্থে কে গুরু হতে পারে।

২.১ দীক্ষার সংজ্ঞা (দীক্ষা)

দীক্ষা দুটো শব্দের সমন্বয়ে গঠিত দী এবং ক্ষা (দ+ষ) দী-মানে দিব্য জনম, দিব্য জ্ঞান এবং ক্ষা-মানে অপরাধমূলক প্রতিক্রিয়া গুলিকে স্বমূলে থেকে ধ্বংস করা।

সুতরাং দীক্ষা মানে দিব্য জ্ঞানের সূচীপ্রয়োগ এবং অপরাধমূলক প্রতিক্রিয়াকে মূল থেকে ধ্বংস করা অর্থাৎ পাপের সর্বতোরূপে ক্ষয় হওয়া। নিম্নোক্ত স্তবকটি দীক্ষা শব্দকে সংজ্ঞায়িত করে ঃ-

দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম।

তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্ব-কোবিদৈঃ ॥

"যা থেকে অপ্রাকৃত দিব্য জ্ঞানের উদয় এবং পাপের সর্বতোরূপে ক্ষয় হয় তত্ত্বশাস্ত্রবিৎ পন্ডিতেরা তাকেই দীক্ষা বলে প্রকৃষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন।

দীক্ষা সম্বন্ধে শ্রীল জীব গোস্বামী তার ভক্তি সন্দর্ভে (২৮৩) লিখেছেন।

চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা ১৫.১০৮

তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্ব দর্শিনঃ ॥ ভঃগীঃ ৪.৩৪

যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ (৩৭)

"সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্রচিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর; তা হলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।.....

প্রবলরূপে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে ভস্মসাৎ করে, হে অর্জুন, তেমনই জ্ঞানাগ্নিও সমস্ত কর্মকে দগ্ধ করে ফেলে"।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা- ৪.৩৪ এবং ৩৭

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈশ্রীগুরুবে নমঃ ॥

অজ্ঞরতার গভীরতম অন্ধকারে আমার জন্ম হয়েছিল এবং আমার গুরুদেব জ্ঞানের আলোক বর্তিকা দিয়ে আমার চক্ষু উন্মীলিত করলেন। তাঁকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি।

চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই

দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।

প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে

"তিনি আমার অন্ধ চক্ষুকে খুলে দিয়েছেন এবং আমার অন্তরকে দিব্যজ্ঞানের আলোয় আলোকিত করেছেন। তিনি আমার জন্ম-জন্মান্তরের প্রভু, যার থেকে পরমানন্দ প্রেম উদ্ভত হয়, যার দ্বারা অজ্ঞতার অন্ধকার দূরীভূত হয়।

শ্রী গুরুবন্দনা নরোত্তম দাশ ঠাকুর।

সুতরাং দীক্ষা তখনই হবে যখন একজন তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ দ্বারা তাঁর ভক্ত দিব্যজ্ঞান অর্জন করবে এবং পাপের সর্বতোরূপে ক্ষয় হবে। দীক্ষা নাম প্রদানের অনুষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ প্রচলিত রীতি কিন্তু সেটি অন্যদের দ্বারা অর্থাৎ ঋত্বিকদের দ্বারা গুরুর নির্দেশে সম্পাদিত হতে পারে। ইসকনের সকল ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ থেকে সেই দিব্য জ্ঞান গ্রহণ করে। তাই শ্রীল প্রভুপাদই হচ্ছেন সকলের দীক্ষাগুরু।

২.২ মূলত কে দীক্ষাগুরু হতে পারে ?

প্রধানত দুটি উপায়ে একজন ব্যক্তি আধ্যাত্মিক দীক্ষা গুরু হতে পারেঃ-

১। প্রথম শ্রেণীর ভক্ত হওয়ার অধিকারী হওয়া।

২। তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু দ্বারা অনুমোদিত হওয়া।

একজন গুরু হওয়ার জন্য প্রারম্ভিক যোগ্যতা হলো একজন আদর্শ ভক্ত হওয়া। কিন্তু তার অর্থ এই নই যে, সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দীক্ষাগুরু হবে। একজন দীক্ষা গুরু হওয়ার জন্য তার অনুমোদন পাওয়া অতীব জরুরী। যদি কেউ তার আধ্যাত্মিক গুরু দ্বারা অনুমোদিত হয়, তাহলে বুঝে নেয়া যায় তিনি একজন আদর্শে কৃষ্ণ ভক্তে পরিণত হয়েছেন, যেটি দীক্ষা গুরু হওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা।

এইবার চলুন প্রকৃত অর্থে শাস্ত্রসম্মত উপায়ে দীক্ষাগুরুর যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করব।

২.২.১ দীক্ষা গুরুর যোগ্যতা

একজন আধ্যাত্মিক দীক্ষা গুরু হচ্ছে পবিত্র, আদর্শ কৃষ্ণের ভক্ত এবং প্রথম শ্রেণীর ভক্ত। মূলত ৩ শ্রেণির ভক্ত রয়েছেন, এর মধ্যে আধ্যাত্মিক গুরুর প্রথম শ্রেণির ভক্ত হওয়া উচিত। একজন প্রথম শ্রেণির যোগ্যতা সম্বন্ধে নিম্নে দেওয়া হলো ঃ-

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥

উত্তম শ্রেণীর ভক্ত সকল বস্তুর মধ্যেই সকল আত্মার পরমাত্মা স্বরূপ পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান দর্শন করতে পারেন। তার ফলে, তিনি সব

কিছুকেই পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কযুক্ত বলে বিচার করেন এবং উপলব্ধি করেন যে, যা কিছু বর্তমান, সবই শ্রী ভগবানেরই মধ্যে বিরাজিত রয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগতম ১১.২.৪৫

সর্বভূতস্থমাত্মানাং সর্বভূতানি চাত্মনি।

ইক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥

প্রকৃত যোগী সর্বভূতে আমাকে দর্শন করেন এবং আমাতে সব কিছু দর্শন করেন। যোগযুক্ত আত্মা সর্বত্রই আমাকে দর্শন করেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬.২৯

ভক্তিযোগ সম্বন্ধীয় শাস্ত্রে পারদর্শী দৃঢ় শ্রদ্ধাবান ভক্তকে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণির মানুষ হিসেবে উত্তম অধিকারী বলা হয়। আর দ্বিতীয় শ্রেণির মধ্যম অধিকারী হচ্ছেন তিনি, যিনি শাস্ত্রজ্ঞানে ততটা পারদর্শী নন, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে তার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, কৃষ্ণ ভক্তিই হচ্ছে সর্বোত্তম মার্গ। আর তাই দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি এই মার্গ অনুসরণ করেন। মধ্যম অধিকারী কনিষ্ঠ অধিকারীর থেকে উত্তম। কনিষ্ঠ অধিকারীর যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞান এবং শ্রদ্ধা এই দুইয়েরই অভাব। কিন্তু তারা সাধুসঙ্গ এবং নিস্কপটতার প্রভাবে ভক্তিমার্গ অবলম্বন করেন। কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলনে কনিষ্ঠ অধিকারীর পতন হতে পারে, কিন্তু মধ্যম এবং উত্তম অধিকারীর কখনো পতন হয় না, উত্তম অধিকারী নিশ্চিতভাবে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করে অবশেষে সুফল প্রাপ্ত হন।

ভাগবদ্গীতা ৯.৩ সারমর্ম

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং

জিহ্বাবেগমুদরোপস্থ বেগম্।

এতান বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ

সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥

যে সংযমী ব্যক্তি বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, মনের বেগ, উদর এবং উপস্থের বেগ- এই ষড় বেগ দমন করতে সমর্থ, তিনি সমগ্র পৃথিবী শাসন করতে পারেন।

শ্রী উপদেশামৃত- ১

মহাভাগবত শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্।

গুরুকে অবশ্যই ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত হতে হবে। তিন প্রকার ভক্ত রয়েছেন এবং তাদের মধ্যে উত্তম অধিকারীকে গুরুরূপে বরণ করা কর্তব্য। উত্তম অধিকারী ভক্ত সর্বপ্রকার মানুষের গুরু হওয়ার যোগ্য।

চৈতন্য চরিতামৃত

মধ্যলীলা ২৪.৩৩০ সারমর্ম

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উত্তম অধিকারীর লক্ষণ বর্ণনাকালে বলেছেন, যিনি বিশ্বময় পতিতদের উদ্ধার করতে পারেন, তিনিই উত্তম অধিকারী। উত্তম অধিকার লাভ না হওয়া পর্যন্ত কারও গুরু হওয়া উচিত নয়। একজন কনিষ্ঠ বা মধ্যম অধিকারীও গুরু হতে পারেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে তার শিষ্য কনিষ্ঠ বা মধ্যম অধিকার লাভ করবে- তার চেয়ে বেশি সাধনায় উন্নতি করতে পারবে না। তাই পরমার্থী মাত্রই সতর্কতার সঙ্গে গুরুরূপে একমাত্র উত্তম অধিকারীকে বরণ করবেন।

নেক্টার অব ইন্সট্রাকশন-০৫, সারর্মম

যখন একজন ভক্ত মহা-ভাগবতের সমস্ত বিদ্যার্জন করেন তখন তিনি গুরু বলে গণ্য হন এবং হরি রূপে তাঁকে পূজা করা হয়। শুধুমাত্র এই ধরনের আদর্শ ভক্তরাই গুরু হওয়ার উপযুক্ত।

চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা

২৪.৩৩০

সারমর্ম।

শ্রীল ভক্ত বিনোদ ঠাকুর উত্তম অধিকারীর লক্ষণ বর্ণনাকালে বলেছেন, যিনি বিশ্বময় পতিতদের উদ্ধার করতে পারেন, তিনিই উত্তম অধিকারী। উত্তম অধিকার লাভ না হওয়া পর্যন্ত কারও গুরু হওয়া উচিত নয়। একজন কনিষ্ঠ বা মধ্যম অধিকারী ও গুরু হতে পারেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁর শিষ্যও কনিষ্ঠ বা মধ্যম অধিকার লাভ করবে- তার চেয়ে বেশী সাধনায় উন্নতি করতে পারবে না। তাই পরমার্থী মাত্রই সতর্কতার সঙ্গে গুরু রূপে একমাত্র উত্তম অধিকারীকে বরণ করবেন।

উপদেশামৃত ও সারমর্ম

২.২.২ দীক্ষা গুরুর অনুমোদন

যদিও একজন আধ্যাত্মিক গুরুর প্রথম শ্রেণীর ভক্ত হওয়া উচিত। এর অর্থ এই নয় যে, সকল প্রথম শ্রেণীর ভক্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে আধ্যাত্মিক গুরু হবেন। এই ক্ষেত্রে তাকে দ্বিতীয় ধাপের সম্মুখীন হতে হবে। সেটি হচ্ছে অনুমোদন। বৈদিক শাস্ত্রে এরূপ সহস্র আদর্শ ভক্তের উদাহরণ রয়েছে যারা আধ্যাত্মিক গুরু হতে পারেন নি। সুতরাং

একজন আদর্শ ভক্ত আধ্যাত্মিক গুরুর সমঅবস্থান নয় বরং একজন তত্ত্বদ্রষ্টা আধ্যাত্মিক গুরুর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদর্শভক্ত হওয়া উচিত।

"সামগ্রিকভাবে তোমরা হয়তো জানো যে (বন মহারাজা) একজন মুক্ত পুরুষ নয়। ফলে সে কাউকে কৃষ্ণ চেতনায় দীক্ষিত করতে পারে না। এক্ষেত্রে উচ্চ অধিকারীর বিশেষ আশীর্বচনের প্রয়োজন আছে।

জনার্দ্দনকে লেখা শ্রীল প্রভুপাদ চিঠি- ২৬/এপিল/১৯৬৮

প্রত্যেকেরই কর্তব্য হচ্ছে গুরুপরম্পরা ধারায় সেই সদ্‌গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করা, যে তার পূর্বসূরী গুরু দ্বারা অনুমোদিত, একে বলে দীক্ষা বিধান।

শ্রীমদ্ভাগবতম- ৪.৮.৫৪ সারর্মম

জনৈক ভারতীয় ঃ- কবে আপনি কৃষ্ণ কনশাস্‌নেস সংস্থার গুরু হলেন?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ- আমার গুরু মহারাজ যখন আমাকে আদেশ দিলেন। এটাই গুরু পরম্পরা।

ভারতীয় ভদ্রলোক ঃ- এটা কী .....?

প্রভুপাদ ঃ- বোঝার চেষ্টা করুন, খুব দ্রুত এগোবেন না। একজন ব্যক্তি তাঁর গুরুর আদেশে গুরু হন। ব্যস, এইটুকুই বলার আছে। অন্যথায় কেউ গুরু হতে পারে না।

গীতা ৭.২ অক্টোবর/২৮/১৯৭৫

২.৩ পরম্পরা পাজেল

এই অধ্যায়ে দেখতে পাবো শ্রীল প্রভুপাদের ঋত্বীক প্রথা কখনও রীতি বিরুদ্ধ নয় বরং এটি পরম্পরাগত শাস্ত্রীয় ও প্রামানিক।

২.৩.১ শিষ্য গ্রহণ করার জন্য গুরুকে কি শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকতেই হবে?

কখনো কখনো ধরে নেয়া হয় যে, ঋত্বিক প্রথা অনুসরণের মাধ্যমে গুরু পরম্পরা ধ্বংস হতে পারে। তাদের ধারণা এই প্রথাকে অটুট ও স্বয়ংক্রিয়করণের জন্য কাউকে শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকতে হবে। তাছাড়া তারা অনুভব করে যে একজন গুরু তাঁর উপস্থিত থাকাকালীন সময়ে তাঁর শিষ্যকে নিজ অধীনে যেরূপ পরিচালনা করে, তাঁর গ্রন্থ সমূহ সেভাবে তাঁর শিষ্যকে পরিচালনা করতে পারে না। প্রকৃত অর্থে তাঁর শিষ্যকে দীক্ষা প্রদানের জন্য এবং দিব্য জ্ঞান প্রদানের জন্য একজন গুরুর শারীরিকভাবে উপস্থিতির প্রয়োজন আছে কি? নিম্নোক্ত কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করব।

মধুদ্বিষ ঃ- ক্রিশ্চিয়ানদেরও কি উপায় আছে, গুরুর সাহায্য ছাড়া, কেবলমাত্র যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করে এবং তাঁর শিক্ষাকে অনুসরণ করে চিদাকাশে পৌঁছানোর?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ- বুঝতে পারলাম না।

তমাল কৃষ্ণ ঃ- এই যুগে একজন ক্রিশ্চিয়ান কি কোন গুরুর সাহায্য ছাড়া কেবলমাত্র বাইবেল পড়ে, যীশুর কথা অনুসরণ করে .....

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ- তুমি যখন বাইবেল পড়ছ তখন তো তুমি একজন গুরুকেই অনুসরণ করছ। কি করে বলছ যে তুমি গুরু ছাড়া। যখনই তুমি বাইবেল পড়ছ তার অর্থ হল তুমি যীশু খ্রিষ্টের নির্দেশকে অনুসরণ করছ। তাহলে গুরু ছাড়া হবার সুযোগ কোথায় ?

মধুদ্বিষ ঃ- আমি বেঁচে আছেন এরকম একজন গুরুর কথা বলছি।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ- গুরুদেব কখনো ..... গুরুদেব চিরন্তন। পারমার্থিক গুরু হচ্ছেন নিত্য ..... তোমার প্রশ্নটি ছিল 'গুরু ছাড়া'। তোমার জীবনের কোন স্তরেই তুমি গুরু ছাড়া হতে পার না। তুমি এই গুরু বা ঐ গুরু যে কাউকে গ্রহণ করতে পার। সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু তোমাকে গ্রহণ করতে হবে। তুমি যেমন বলছিলে "বাইবেল পড়ে" যখন তুমি বাইবেল পড়ছ তার অর্থ হচ্ছে যীশু খ্রিষ্টের পরম্পরার প্রতিনিধি স্বরূপ কোন পাদ্রী বা ধর্মযাজককে তুমি গুরু হিসেবে স্বীকার করছ।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রাতঃ ভ্রমণ

অক্টোবর ২, সিয়াটেল

শিষ্য ঃ- শ্রীল প্রভুপাদ, আপনি যখন আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকেন না, তখন কী করে আপনার নির্দেশ পাওয়া সম্ভব? যেমন ধরুন- কোনো প্রশ্ন যদি মনে আসে.....

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ- প্রশ্নই হলো উত্তর ..... উত্তর আমার বইগুলিতে আছে।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রাতঃ ভ্রমন ১৩ই মে

১৯৭৫

লস এঞ্জেলস

"যখন কেউ বলে যে বৈষ্ণবরা মৃত্যুবরণ করেন, তখন সে ভুল কথা বলে, তুমি শব্দের মধ্যে বেঁচে থাকো।" (ভক্তি বিনোদ ঠাকুর)।

"কৃষ্ণ আর তাঁর প্রতিনিধি একই। যেমন- কৃষ্ণ একই সময়ে লক্ষ লক্ষ স্থানে অবস্থান করতে পারেন, সেরকম গুরু তার শিষ্যের ইচ্ছানুযায়ী নানা স্থানে অবস্থান করতে পারেন। একজন গুরু শুধুমাত্র একটি শরীর নন, তিনি হলেন একটি আদর্শ। যেমন- বলা যেতে পারে রিলে মনিটরিং-এর নিয়ম অনুযায়ী হাজার হাজার জায়গায় বসে টেলিভিশন দেখা যায়।"

মালতীকে লেখা শ্রীল প্রভুপাদের চিঠি

মে-২৮, ১৯৬৮

উপরোক্ত বিভিন্ন কথোপকথন এবং উদ্ধৃতাংশ থেকে পরিষ্কারভাবে একটি ব্যাপার বুঝা যায়, তা হলো দিব্য জ্ঞান প্রচার করার জন্য একজন গুরুর শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজন নেই, বিশেষ করে তাঁর গ্রন্থসমূহ যখন সেই কাজটি করছে।

এমনকি যখন শ্রীল প্রভুপাদ পাশ্চাত্যের চারিদিকে ভ্রমন করছিলেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর অনেক ভক্তকে দীক্ষা দিতে পারেননি এবং ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাথে কোন আলাপ হয়নি। শ্রীল প্রভুপাদ ইসকনের পরিচালনা পদ্ধতি এমনভাবে স্থাপন করেছেন যাতে যে কোন ভক্তরা শ্রীল প্রভুপাদের অধীনে জি.বি.সি এবং মন্দিরের মঠাধ্যক্ষদের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারেন, তারা শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে শিক্ষাগুরুর ভূমিকা পালন করতে পারবে এবং অন্যান্য ভক্তদের সঠিক নির্দেশ ও পথ দেখাবেন, ঠিক যেভাবে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর শিষ্যদের সঠিক মার্গ দেখাতেন এবং প্রত্যেক ভক্তরা শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য হবেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিনিধিরা দীক্ষা ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করবেন ঋত্বিক প্রথা অনুসরণ করে, নিম্নে এর যুক্তি দেখানো হলো ঃ-

এবম পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥

এবম-এভাবে, পরম্পরা-পরাম্পরাক্রমে; প্রাপ্তম্- প্রাপ্ত হয়েছিল; ইমম-এই বিজ্ঞান, রাজর্ষয়-রাজর্ষিরা; বিদুঃ-বিদিত হয়েছিলেন; সঃ- সেই জ্ঞান; কালেন- কালের প্রভাবে; ইহ-এই জগতে; মহতা-দীর্ঘ; যোগঃ পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ জ্ঞান; নষ্ট-বিনষ্ট; পরন্তপ-হে শত্রুদমনকারী অর্জ্জুন।

"এইভাবে পরম্পরা মাধ্যমে এই পরম বিজ্ঞান রাজর্ষিরা লাভ করেছিলেন। কিন্তু কালের প্রভাবে পরম্পরা ছিন্ন হয়েছিল এবং সেই যোগ নষ্ট প্রায় হয়েছে।

ভগবদ্গীতা-৪.২

উপরোক্ত শ্লোক থেকে আমরা পরম্পরা সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান অর্জন করি। পরম্পরা বিনষ্ট হবে, যখন ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ জ্ঞান বিনষ্ট হবে। বিশেষ যে শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সেটি হলো যোগ নষ্ট যার অর্থ সেই বিশেষ জ্ঞানটি হারিয়ে গিয়েছে বা বিনষ্ট হয়েছে। এখানে "শরীর নষ্ট" এই শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং পরম্পরা ছিন্ন হবে তখনই যখন ভক্তিযোগ বিনষ্ট হবে, আধ্যাত্মিক গুরুর শরীর বিনষ্ট হলে নয়। ইস্‌কনের প্রেক্ষাপটে শ্রীল প্রভুপাদের অসংখ্য গ্রন্থ আছে এবং হাজার হাজার মানুষ এই গ্রন্থ পড়ার মাধ্যমে ভক্ত হয়ে উঠছে। যেহেতু ভক্তিমূলক জ্ঞান বিনষ্ট হচ্ছে না সেহেতু বলা যায় পরম্পরাও ছিন্ন হচ্ছে না।

এগুলো কোন সাধারণ গ্রন্থ নয়, এতে মহিমা কীর্ত্তন লিপি ভূক্ত করা হয়েছে, যারা এই গ্রন্থ পড়ে তারা শুনছেন।

রূপানগকে লেখা শ্রীল প্রভুপাদের চিঠি

৯ই অক্টোবর, ১৯৭৪

"দিব্য শব্দের শক্তি কখনো হ্রাস হয় না কারণ এর বক্তা দৃশ্যত অনুপস্থিত।"

শ্রীমদ্ভগবতম ২.৯.৮ সারমর্ম।

"যখন আমরা কৃষ্ণ অথবা আধ্যাত্মিক গুরু থেকে বিচ্ছেদ অনুভব করব, তখন আমাদের গুরুর বাণী এবং নির্দেশ স্মরণ করা উচিত, তাহলে আমরা আর গুরুর সঙ্গে বিচ্ছেদ অনুভব করব না। এইভাবে কৃষ্ণ এবং গুরুর সঙ্গে সংযোগ থাকাকে বলে তরঙ্গায়িত সংযোগ, শারীরিক উপস্থিত নয়, এটাই প্রকৃত সংযোগ। যেমন কৃষ্ণ যখন উপস্থিত ছিলেন এই ধরাধামে, অনেক ব্যক্তি তাঁকে দেখেছিলেন কিন্তু ঈশ্বররূপে কৃষ্ণকে কেউ অনুধাবন করতে পারেননি। তাহলে দেখে কী লাভ? কৃষ্ণকে দেখে আমরা তাঁকে বুঝতে পারব না। কিন্তু তাঁর শিক্ষাকে অনুধাবন করে তাঁকে বুঝার ক্ষমতা অর্জন করতে পারি। তরঙ্গায়িত শব্দের মাধ্যমে আমরা যে কোন মুহূর্তে কৃষ্ণকে স্পর্শ করতে পারি। তরঙ্গায়িত শব্দের মাধ্যমে আমরা যে কোন মুহূর্তে কৃষ্ণকে স্পর্শ করতে পারি। অতএব আমাদের কৃষ্ণ এবং গুরু উচ্চারণ করার সময় অধিক চাপ প্রয়োগ করা উচিত, এতে আমরা আর বিচ্ছেদ অনুভব করব না।

উপরোল্লিখিত উদ্ধৃতাংশ থেকে আমরা বুঝতে পারি শ্রীল প্রভুপাদের সমস্ত গ্রন্থ পড়ে এবং সেই গ্রন্থ থেকে দিব্য জ্ঞান গ্রহণ করে আমরা সরাসরি শ্রীল প্রভুপাদের দীক্ষিত ভক্ত হতে পারি।

আমরা কীভাবে নিশ্চিত হব যে, শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের কাজে সন্তুষ্ট হচ্ছেন। উত্তরটি হলো যখন আধ্যাত্মিক গুরু সন্তুষ্ট হন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন। "যস্য

প্রসাদ্দ ভাগবদ্ প্রসাদ। যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন, তিনি তার ভক্তদের প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করবেন।

ভক্তিঃ পরেশানুভব বিরক্তি

রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককাল ঃ।

প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু

স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োহনুঘাসম্ ॥

ভোজনকারী মানুষের প্রত্যেক গ্রাসের সঙ্গেই যেমন তুষ্টি, উদরপূরণ এবং ক্ষুদানিবৃত্তি একই সাথে সমাধান হতে থাকে, তেমনই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শরণাগত মানুষও ভগবৎ ভজনার সময়ে একই সঙ্গে প্রেমলক্ষণযুক্ত ভক্তি, প্রেমাস্পদ ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধির স্ফূর্তি এবং অন্যান্য নিকৃষ্ট বিষয়াদি থেকে বিষয় বৈরাগ্যের ভাব উপলব্ধি করতে থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতম-১১.২.৪২

প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি বলতে নিম্মোক্ত তিনটি বিষয়কে বুঝায়। যদি কেউ ধীরে ধীরে প্রকৃত ভক্তি অনুভব করে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে অনুধাবন করতে পারে এবং বিশেষ করে ধীরে ধীরে অপরাধমূলক কার্যক্রম থেকে নিজেকে সরিয়ে ফেলে, তখন বুঝতে হবে যে প্রভুপাদ তার ওপর সন্তুষ্ট।

শ্রীমদ্ভাগবতম-৭.১৫.৪৫

২.৩.২ আমরা কী পূর্বগামী আচার্যগণদের থেকে শিক্ষা নিতে পারি?

এইখানে একটা প্রশ্ন উঠে আসে যদি আমরা কোন আচার্যের গ্রন্থ পড়ে তাঁর সাথে সংযুক্ত হতে পারি এবং দীক্ষা নিতে পারি, তাহলে কেন আমরা ভক্তি সিদ্ধান্ত স্বরস্বতী ঠাকুর বা শ্রীল রূপা গোস্বামী বা তাঁদের পূর্বগামী আচার্য্যগণদের অনুগামী হচ্ছি না। উত্তরটি শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

"শ্রীমদ্ভগবতমের সকল অর্থ গ্রহণের জন্য কারোর শিষ্য পরম্পরার শৃঙ্খলার বর্তমান যোগসূত্র বা গুরুর কাছে যাওয়া উচিত।

(শ্রীমদ্ভগবত ২.৯.৭ (তাৎপর্য))

শিষ্য পরম্পরার মধ্যে বর্তমান যোগসূত্র বলতে বুঝায় একজন আধ্যাত্মিক গুরু যিনি সর্বসাধারণের মাঝে দিব্য জ্ঞান প্রচার করতে সর্বদা সক্রিয়। শ্রীল প্রভুপাদ এই কাজটি তাঁর গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে আজও করে যাচ্ছেন। অর্থাৎ বর্তমান যোগসূত্রতা এই শব্দটির সাথে গুরুর শারীরিকভাবে উপস্থিতি/অনুপস্থিতির কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই। সেই জন্য শ্রীল প্রভুপাদই হচ্ছেন ইস্‌কনের একমাত্র দীক্ষাগুরু যিনি তাঁর গ্রন্থ সমূহের মাধ্যমে দিব্য জ্ঞান প্রচার করছেন, তাঁর তিরোধানের পরেও।

২.৩.৩ শ্রীল প্রভুপাদ কী শিষ্য পরম্পরা ভঙ্গ করছেন ?

এর পূর্বে আমাদের সম্প্রদায়ের কোনো পূর্ব আচার্য্য কখনো ঋত্বিক প্রথা চালু করেননি। তাহলে শ্রীল প্রভুপাদ কী করে আমাদের সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে গিয়ে ঋত্বিক প্রথা চালু করতে পারেন? সেই জন্য তারা বলে থাকে যে, শ্রীল প্রভুপাদের

তিরোধানের পর এই ঋত্বিক প্রথা বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ এটি আমাদের সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে।

এখন বিচক্ষণতার সাথে ভালোভাবে লক্ষ্য করুন যে, শিষ্য পরম্পরার ঐতিহ্য হচ্ছে বদ্ধ জীবের মধ্যে প্রকৃত কৃষ্ণভাবনামৃত তত্ত্ববিদ্যা প্রচার করা। একজন গুরু থেকে অন্য গুরু রূপান্তরের ফলে দিব্য জ্ঞান প্রচারের কৌশল কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক গুরুর একটাই মূল লক্ষ্য, তা হলো সর্বসাধারণের কাছে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করা। কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের উদ্দেশ্যেই শিষ্য পরম্পরা ঐতিহ্য গঠিত হয়েছে, আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।

প্রকৃত সত্য বিষয় এই যে, সময়, স্থান, পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে, শ্রীল প্রভুপাদ অনেক কিছু সমন্বয় সাধন করেছেন। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য হলো, তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতিদিন ১৬ মালা জপ করতে বলেছিলেন, যেখানে শ্রীল প্রভুপাদের গুরুদেব ভক্তি সিদ্ধান্ত স্বরস্বতী ঠাকুর প্রতিদিন ৬৪ মালা জপ করতে বলেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে ব্যক্তি ৬৪ মালার কম জপ করে তিনি মনুষ্য জাতি হিসেবে বিবেচিত হবেন না। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে বর্তমান আধুনিক প্রার্থীরা (ভক্তরা) এর জন্য অনুপযুক্ত। তাই শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিদিন অন্তত ১৬ মালা জপ করার বিহিত করেছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতমের নিম্মোক্ত স্তবক এবং অনুবাদের মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ এক চূড়ান্ত সত্য উন্মোচন করেছেন।

স্বয়ং সমুত্তীর্য সুদুস্তরং দ্যুমন্

ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ।

ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে

নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্ ॥

হে প্রভু! আপনি সূর্যের মতো এই জড় জগতের সমস্ত অন্ধকার দূর করেন। আপনি সর্বদা আপনার ভক্তের বাসনা পূর্ণ করতে প্রস্তুত থাকেন এবং তাই আপনি বাঞ্ছাকল্পতরু নামে পরিচিত। ভয়ঙ্কর ভবসাগর পার হবার জন্য আচার্য্যগণ যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁরা এই জগতে সেই পন্থাটি রেখে গেছেন এবং যেহেতু আপনি আপনার ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু, তাই তাঁদের সাহায্য করার জন্য আপনি এই পন্থা অবলম্বন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতম ১০.২.৩১

আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে ভক্তদের অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আসব পান, আমিষ আহার এবং দ্যুতক্রীড়া এই চারটি পাপকর্ম থেকে বিরত হয়ে প্রতিদিন ষোল মালা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে উপদেশ দেওয়া হয়। এগুলি প্রামাণিক উপদেশ। আচার্য্য ভগবানের শ্রী পাদপদ্মরূপ তরণী আশ্রয় করে ভবসাগর পার হওয়ার উপযুক্ত পন্থা প্রদান করেন এবং নিষ্ঠা সহকারে সেই পন্থা অনুসরণ করলে, অনুসরণকারী চরমে ভগবানের কৃপায় তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন। এই পন্থাটিকে বলা হয় আচার্য্য সম্প্রদায়। আচার্য্য সম্প্রদায় যথার্থই প্রামাণিক। তাই আচার্য্য সম্প্রদায়ন গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য, তা না হলে সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।

শ্রীমদ্ভাগবতম ১০.২.৩১ তাৎপর্য

একদিনে ষোলো মালা জপ করা নিশ্চিতভাবে রীতি বিরুদ্ধ কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ উপরোক্ত তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন এগুলো প্রামাণিক উপদেশ। সময়, স্থান এবং পরিস্থিতির অনুসারে আচার্য্যের কর্তৃপক্ষের একমাত্র কাজ হল প্রচার করা। শুধুমাত্র পরিস্থিতির সাথে খাপ-খাওয়ানোর জন্য পরিভাষাগত কিছু দফা আচার্য্য কতৃক সংযুক্ত হতে পারে কিন্তু কৃষ্ণাভাবনামৃত নীতির সাথে কোনোরূপ আপোষ করা যাবে না। কৃষ্ণভাবনামৃত নীতি এক এবং অদ্বিতীয় এর কোনরূপ পরিবর্তন সম্ভব নয়। যদি প্রতিদিন ১৬ মালা জপ করা এই রীতি বিরুদ্ধ প্রক্রিয়াটি প্রামাণিক হয়, তাহলে ঋত্বিক প্রথা এই রীতি বিরুদ্ধ প্রক্রিয়াটি কেন প্রামাণিক হবে না? অর্থাৎ ১৬ মালা জপ করা যদি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে ঋত্বিক প্রথা এই প্রক্রিয়াটিও গ্রহণযোগ্য হবে।

যদি কেউ দীক্ষায় ঋত্বিক প্রথা এই প্রক্রিয়াটি না মেনে চলে শুধুমাত্র রীতি বিরুদ্ধ বলে, তাহলে প্রতিদিন ১৬ মালা জপ করা এটাও গ্রহণ করা উচিত নয়। প্রতিদিন প্রত্যেকের ৬৪ মালা জপ করা উচিত যেটি পূর্ব আচার্য্যগণ নির্ধারণ করে গেছেন। কিন্তু কার্য্যত বর্তমানে এটি অনেকটাই অসম্ভব। তাই শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক নির্ধারিত ১৬ মালা জপ করাকে যদি আমরা প্রামাণিক বলে মেনে নিই, তাহলে দীক্ষায় ঋত্বিক প্রথা প্রক্রিয়াটিকে আমাদের প্রামাণিক বা শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ বলে মেনে নিতে হবে।

২.৩.৪ "কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ এর পূর্বে কিছুটা অন্য কথা বলেছিল।"

পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদকে প্রায় সময় দেখা গিয়েছে তাঁর ভক্তদের ভবিষ্যতে গুরু হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতে, বিশেষ করে যখন তিনি আমাদের মাঝে থাকবেন না

এবং নিজে (শ্রী প্রর ভক্ত) গুরু হয়ে অন্যকে দীক্ষা দেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন যেটি শিষ্য পরম্পরা ধারাকে অব্যাহত রাখবে। তাহলে কেন তিনি পরবর্তীতে ঋত্বিক প্রথা চালু করলেন এবং শিষ্য পরম্পরা প্রথা বন্ধ করে দিলেন?

কিন্তু প্রকৃত অর্থে শ্রীল প্রভুপাদ শিষ্য পরম্পরা ভঙ্গ করেন নি, এমনকি তাঁর অন্তর্ধ্যানের পরেও তিনি তাঁর গ্রন্থের মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনামৃত দিব্য জ্ঞান প্রচার করে যাচ্ছেন।

চৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীল প্রভুপাদ সকলকে কী প্রকারের গুরু হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তা লক্ষ্য করুন। নিম্মোক্ত শ্লোকটি লক্ষ্য করুণ।

যারে দেখ, তারে কহ "কৃষ্ণ" উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুর হঞা তার এই দেশ

"যার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়, তাকেই তুমি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতে প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ প্রদান কর। আমার আজ্ঞায় এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করে তুমি প্রতিটি ব্যক্তিকে উদ্ধার কর।"

চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা ৭.১২৮

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সকলকে কী ধরণের গুরু হওয়ার কথা বলতেন তা নিম্মোক্ত শ্লোকটি মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ-

"তা হলো, কেউ গৃহে থেকে, "হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র" কীর্ত্তন করা এবং শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে ভগবানের বাণী প্রচার করা। (চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা- ৭.১২৮ তাৎপর্য)।

"কোনো ব্যক্তি গৃহস্থ, ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু তাকে শুধুমাত্র চৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ অনুসরণ করতে হবে, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে হবে এবং আত্মীয় বন্ধুদের কাছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতমের বাণী প্রচার করতে হবে [.....] সবচেয়ে ভালো হবে যদি সে কোনো শিষ্য গ্রহণ না করে। [চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা ৭.১৩০ তাৎপর্য]।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই সমস্ত উপদেশ মেনে চলার জন্য গুরুকে কোনো কাজ করার আগে উপলব্ধির কোনো বিশেষ স্তরে উত্তীর্ণ হতে হচ্ছে না। এই অনুরোধ তৎক্ষণাৎ যে কারো দ্বারা সম্পাদিত হতে পারে। এর থেকে এটা পরিস্কার যে সকলকে তাদের লব্ধ জ্ঞান প্রচারের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করতে হবে এবং এভাবেই শিক্ষা গুরু তে পরিণত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এখানে মূলতঃ একজন শিক্ষা গুরুর আদর্শ ভাবমূর্তির কথা বর্ণিত হয়েছে, দীক্ষা গুরু হওয়ার কথা বলা হয়নি।

সবচেয়ে ভালো হবে যদি সে কোনো শিষ্য গ্রহণ না করে।

(চৈতন্যচরিতামৃত ৭.১৩০)

তাৎপর্য

দীক্ষাগুরু মূল কাজই হল শিষ্য গ্রহণ করা আবার ওদিকে শিক্ষা গুরুর কাজ হল তাঁর কর্তব্য পালন করে যাওয়া ও যতদূর সম্ভব ততদূর কৃষ্ণ ভাবনা প্রচার করা। শ্রীল

প্রভুপাদের ব্যাখ্যা থেকে এটা স্পষ্ট যে উপরোক্ত কাব্য পংক্তিগুলিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দীক্ষাগুরু নয়, শিক্ষা গুরু হওয়ার প্রাধিকার দিয়েছেন।

এমনকি শ্রীল প্রভুপাদ পূর্বে তাঁর বহু ভক্তদের দীক্ষাগুরু হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন কিন্তু ১৯৭৭ সালের ৯ই জুলাই এর নির্দেশ পূর্বের সমস্ত কথোপকথন বা বিবৃত্তিকে বাতিল করে দেয়।

নিম্মোক্ত প্রশ্ন ও উত্তর সম্পূর্ণ ব্যাপারটাকে পরিস্কার করে দিবে।

অচৈতানন্দ ঃ- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শেষের দিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন- 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' [ভগবদগীতা- ১৮.৬৬] কিন্তু গীতার অন্য আরেকটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে- শ্রেয়ান্ স্বধর্মো, পরধর্মো ভয়াবহ ॥ [ভগবদ্গীতা- ৩.৩৫] প্রত্যেকেরই উচিত অন্য ধর্ম নই বরং নিজ ধর্ম পালন করা।

প্রভুপাদ ঃ- হ্যাঁ।

অচৈতানন্দ ঃ- "আমরা কীভাবে পারি ....."

প্রভুপাদ ঃ- আমি তোমাদের অনেক কিছুই বলতে পারি। কিন্তু যখন আমি সরাসরি নির্দেশ দিব "এটা করো" তোমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সেটা করা। তুমি তর্ক করতে পারবে না।

"প্রভু আপনি আমাকে পূর্বে অন্যরকম বলেছিলেন" না এটা তোমার কর্তব্য না। আমি এখন তোমায় যা বললাম সেটাই তুমি এখন করো। একেই বলে শিষ্টাচার। তুমি তর্ক করতে পারোনা। অবশ্যই কৃষ্ণ কখনো অসংগত কিছুই বলেনি, কিন্তু কোনো মূর্খ যদি মনে করে যে কৃষ্ণ অসংগত কিছু বলেছেন তাহলে সেটা তুমি বুঝতে পারনি, কৃষ্ণ স্ববিরোধী বা অসংগত কিছু বলতে পারেনা। "এমনিক যদি তুমি কিছুই বুঝতে না

পারো, তাহলে তুমি আমার দেয়া সরাসরি নির্দেশ গ্রহণ কর" সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ [ভগবদগীতা ১৮.৬৬] এটাই তোমার দায়িত্ব। গুরু ঠিক যেমনটা বলেন, শিষ্যকে ঠিক তেমনটাই করতে হবে কোনো তর্ক না করে।

শ্রীল প্রভুপদের শ্রীমদভাগবতমের ৫.৫.৩

এর উপর লেকচার এপ্রিল ১৫, ১৯৭৫ হায়দারাবাদ

শ্রীকৃষ্ণ ধ্যান থেকে জ্ঞান সকল প্রকার বিদ্যা প্রদান করেছিলেন অর্জ্জুনকে। কিন্তু সমস্ত বিদ্যা তাঁর একটি চূড়ান্ত নির্দেশ দ্বারা উপেক্ষিত হয়।

সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষায়িষ্যাম মা শুচঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগীতা ১৮.৬৬

"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরনাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সে বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা করোনা"

"তুমি সমস্ত কিছু পরিত্যাগ কর এবং আমার ভক্ত হও, আমার পূজো কর "প্রত্যেকেরই এই নীতি মেনে চলা উচিত এবং এটিকে শ্রী চৈতন্যের চুড়ান্ত আদেশ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা অধ্যায় ১১।

এমনকি শ্রী পাদ শঙ্করাচার্য্যের "ভজ গোবিন্দ" এই গীতিতে উলে-খিত চূড়ান্ত নির্দেশাবলী তার পূর্বের সমস্ত মায়াবদী আর অব্যক্তিগত নির্দেশনাকে বাতিল করে দেয়। শ্রী পাদ শঙ্করাচার্য তার গানের শুরুতে পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে তার

পূর্বের বৈদিক পাঠ্যের সমস্ত মায়াবদী ভুল ব্যাখ্যা কোনো ব্যক্তির জীবনের শেষে সাহায্য করতে ব্যর্থ হবে। তিনি সকলকে এই সব অর্থহীন ব্যাখ্যা ভূলে যাওয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছেন এবং গোবিন্দের পুজা করতে বলেছেন যদি কেউ প্রকৃত অর্থে লাভবান হতে চাই। উপরিউক্ত বিষয়গুলো থেকে উপনীত হওয়া যায় যে, কোনোরূপ তর্ক বিতর্ক না করে প্রত্যেক ভক্তের চূড়ান্ত নিদের্শনা অনুসরণ করা উচিত। চূড়ান্ত নির্দেশ সর্বদা পূর্বের সকল নির্দেশনাকে উপক্ষো করে। একইভাবে ৯ই জুলাই এর চিঠি এবং শ্রীল প্রভুপাদের নথির ঘোষণাপত্র কে চূড়ান্ত নির্দেশ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। এটি নিয়ে কোনো রূপ বিতর্ক করা উচিত নই।

উপরোক্ত সকল বিষয় থেকে এটাও উপনীত হওয়া যায় যে, শ্রীল প্রভুপাদই ইসকনের দীক্ষা গুরু পদে আসীন থাকবে যতদিন তাঁর গ্রন্থ সমূহ অক্ষত থাকবে।

২.৪ শ্রীল প্রভূপাদ কি ইসকনের শিক্ষা গুরু নাকি দীক্ষা গুরু?

একটি বাদানুবাদ থেকেই যায়, যেহেতু শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন, তাই তিনি আমাদের শিক্ষা গুরু এবং যিনি আমাদের আধ্যাত্মিক নাম প্রদান করেছেন তিনি দীক্ষাগুরু।

কিন্তু পূর্বের আলোচনায় আমার ইতোমধ্যে দীক্ষার যথার্থ সংজ্ঞা পেয়েছি। দীক্ষা মানে হচ্ছে আধ্যত্মিক গুরুর মাধ্যমে যথার্থ শাস্ত্রীয় জ্ঞান প্রদান করা। দীক্ষার নাম প্রদান

করা, জপ করার জন্য জপমালা প্রদান করা এইগুলো শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা বজায় রাখার জন্য যেটি অন্য যে কোনো ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের পক্ষ হয়ে প্রদান করতে পারবেন। যাহা শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৭৭ সালের ৯ই জুলাই এর চিঠিতে নির্দেশ দিয়েছেন। "জি.বি.সির সকলকে শিক্ষাগুরু হতে হবে। আমি দীক্ষাগুরু আর তোমরা আমি যা শেখাচ্ছি তা শিখে আর যা করছি তা করে শিক্ষাগুরুতে পরিণত হবে।

মধুদ্বিষকে লেখা শ্রী প্র-র চিঠি

৪.আগষ্ট.১৯৭৫

"দীক্ষাগুরু সবসময়ে বর্তমান থাকে না। তাই কেউ উচ্চস্তরের কোনো ভক্তের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। একেই শিক্ষাগুরু বলা হয়।"

শ্রীল প্রভুপাদ এর ভগবদগীতা প্রবচন ৪/জুলাই/১৯৭৪

হনলুলু

দীক্ষাগুরু আমাদের উচ্চস্তরের শাস্ত্রীয় জ্ঞান প্রদান করতে পারেন এবং শিক্ষাগুরু হতে পারে যে কেউ, মূলত যিনি দীক্ষাগুরুর আদেশে ভক্তদের পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ হচ্ছেন দীক্ষাগুরু আর তাঁর ভক্তরা হবেন শিক্ষাগুরু।

অধ্যায়-৩

বিচ্যুতির শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা

দীক্ষাগুরু পদ অবিরাম থাকবে এমনকি শ্রীল প্রভুপাদের শারীরিক প্রস্থানের পর, এই রকম স্বচ্ছ নির্দেশ দেয়া স্বত্ত্বেও অনেক ভুল বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে তাঁর প্রস্থানের

পর। এমনিক আজ পর্যন্ত পথভ্রষ্টকারীরা এই ভাবে ইস্‌কনে টিকে আছে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষণস্থায়ী দিনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের টিকে থাকা দুর্বল হয়ে উঠেছে। এসব পথভ্রষ্টকারীদের অধঃপতন সরকারী বা বেসরকারীভাবে সংবাদ হিসেবে প্রকাশ করা হয়। শাস্ত্রীয়ভাবে একজন ক্ষমতাসম্পন্ন বা অনুমোদিত আচার্য্যের কখনো অধঃপতন হয়না কিন্তু যিনি অনুমোদিত গুরু না তার অধঃপতন হতে পারে।

"ধন সঞ্চয় অথবা বহু শিষ্য সংগ্রহের প্রচেষ্ঠা করা গুরুদেবের উচিত নয়। সদগুরু কখনও সেই ধরনের কার্যকলাপে লিপ্ত হননা। যথার্থ যোগ্যতা অর্জন না করে কেউ যদি নিজেই উদ্যোগী হয়ে গুরু সেজে বসে, তা হলে সে ধন সম্পদের প্রলোভন এবং শিষ্য সংগ্রহের প্রচেষ্ঠায় অধঃপতিত হতে পারে। এই ধরনের গুরুরা কখনোই উত্তম ভক্তির মার্গ প্রদর্শন করতে পারে না। এই ধরনের প্রচেষ্টার দ্বারা কেউ যখন বিচলিত হয়, তখন তার ভক্তি শিথিল হয়ে যায়। তাই পরম্পরার সিদ্ধান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করা উচিত।

নেক্টার অব ডিভোশন

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দীক্ষাগুরুর যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়ে আমরা দেখব কেন বিচ্যুতি বা পথভ্রষ্টতা হয়ে থাকে। পথভ্রষ্টকারীদের অবস্থান এবং যারা পথভ্রষ্টকারীদের অনুসরণ করছে তাদের পরিণতি। কীভাবে এই পরিস্থিতির প্রতিকার করা, কীভাবে আন্তরিক ভক্ত, সত্য ও পরশ্রীকাতর ভক্তের সাথে আচরণ করব তা এই অধ্যায়ে শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গের মাধ্যমে দেখব।

৩:১ বিচ্যুতির কারণ

প্রথমে কেন সাধারণত বিচ্যুতি সংঘটিত হয়?

"মানব সমাজের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তা করা, তাঁর ভক্ত হওয়া, তার আরাধনা করা এবং প্রণতি নিবেদন করা। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি বা আচার্য্য এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন, কিন্তু তিনি যখন অপ্রকট হন, তখন পুনরায় বিশৃংখলা দেখা দেয়। আচার্য্যের প্রকৃত শিষ্য নিষ্ঠা সহকারে আচার্য্যের নির্দেশ অনুসরণ করার দ্বারা সেই পরিস্থিতির সংশোধন করার চেষ্ঠা করেন।

শ্রীমভাগবতম ৪.২৮.৪৮ সারাংশ

যখন আচার্য শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকেন তখন তিনি একজন বিশৃংখল হয়ে যাওয়া ভক্তকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে সঠিক পথে নিয়ে আসেন। যেটা শ্রীল প্রভুপাদ অসংখ্যবার করেছিলেন। কিন্তু যখন আচার্য উপস্থিত থাকেন না, তখন তাঁর উদ্দেশ্য পরিচালনার ভার ভক্তদের উপর সংশ্লিষ্ট হয়। তাদের আন্তরিকতা সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে। যদি একজন ভক্ত ইচ্ছাপূর্বক দীক্ষাগুরু আদেশ অমান্য করে এবং যদি সেখানে কোনো উপযুক্ত শিক্ষা গুরু না থাকে, যে এই পরিস্থিতির সংশোধন করতে পারে তাহলে সেখানে বিশৃংখলা অবস্থান করে যেমনটি হয়েছিল শ্রীল প্রভুপাদের প্রস্থানের পর।

'নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটী, জীবহিংসন।

'লাভ' 'পূজা' 'প্রতিষ্ঠাদি' যত উপশাখাগণ॥

ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি- বাসনা, নিষিদ্ধাচার কুটীনাটী, জীবহিংসা

লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ভক্তিলতার অঙ্গে উপশাখার মতো

চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা ১৯.১৫৯

‘‘আমি নিজে জোর দিয়ে বলতে পারি আর তার জন্য সকলের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে নিশ্চয়ই এতে কিছু পরিমাণে আধিপত্য বিস্তারের বাসনা ছিল (.....) এটাই বদ্ধজীবের স্বভাব এবং এটি সর্বোচ্চ পদে দেখা দিয়েছে “গুরু” ও কী চমৎকার। এখন আমি গুরু, আর কেবল আমরা এগারো জন।

তমাল কৃষ্ণের স্বীকারোক্তি ৩রা ডিসেম্বর ১৯৮০।

যখন কোনো উত্তিষ্ঠমান ভক্ত এমন কোনো অবাঞ্ছিত ইচ্ছা পোষণ করে, যেটা তার আচার্য্য ও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তখন তাকে বিচ্ছিন্নতা বাদী বলা হয়। এই ধরনের ব্যক্তিরা তাদের আধ্যাত্মিক গুরুকে অমান্য করে মারাত্মক অপরাধ করে থাকে। তার ভক্তিমূলক সেবায় আবেগ ও অজ্ঞতা মিশ্রিত করা থাকে। সে খ্যাতি ও সম্মান পাওয়ার জন্য আচার্য্যের কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়।

অভিসন্ধ্যায় যো হিংসাং দম্ভংমাৎসর্যমেব বা

সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্যাৎস তামসঃ ॥

ক্রোধী, ভেদদর্শী, হিংসা, দম্ভ ও মাৎসর্য পরায়ন ব্যক্তি আমার প্রতি যে ভক্তি করে, তা তামসিক।

শ্রী মদ্‌ভাগবতম ৩.২৯.৮

বিষয়ান ভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্যমেব বা

অর্চাদাবর্চয়েদ্‌যো মাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ॥

যে ব্যক্তি বিষয়, যশ এবং ঐশ্বর্যের উদ্দেশ্যে ভেদদর্শী হয়ে আমার পূজা করে, তার সেই ভক্তি রাজসিক।

এই ধরনের ভক্তরা তৃতীয় শ্রেণীর ভক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতম ৩/২৯/৯

অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।

ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

যে ভক্ত শ্রদ্ধা সহকারে মন্দিরে শ্রী অর্চাবিগ্রহের পূজায় নিয়োজিত থাকেন, কিন্তু অন্যান্য ভক্তমন্ডলী কিংবা জনসাধারণের প্রতি যথাযথ আচরণ করেন না, তাঁকে প্রাকৃত ভক্ত বা তৃতীয় শ্রেণীর ভক্ত হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতম ১১/০২/৪৭

ততোহর্চায়াং হরিং কেচিৎ সংশ্রদ্ধায় সপর্যয়া ॥

উপাসত উপাস্তাপি নার্থদা পুরুষদ্বিষাম্ ॥

কখনো কখনো কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত পূজার সমস্ত উপকরণ নিবেদন করে ভগবানের পূজা করে, কিন্তু যেহেতু সে ভগবানের ভক্তের প্রতি বিদ্বেষী, তাই ভগবান তার দ্বারা পূজিত হলেও তার প্রতি প্রসন্ন হন না।

শ্রীমদ্ভাগবতম ৭/১৪/৪০

যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ভক্ত নিজেকে তৃতীয় শ্রেণীর ভক্তের সারিতে রাখে, সেই ধরনের ভক্তের অধঃপতন হতে পারে।

কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে কনিষ্ঠ অধিকারীর পতন হতে পারে, কিন্তু মধ্যম এবং উত্তম অধিকারীর কখনই পতন হয় না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-৯.৩ সারাংশ

শ্রীল প্রভুপাদ সাধনার জন্য যে যথাযথ সংবিধান অনুসরণ করতে বলেছিল, যদি কেউ তা না করে যেমন প্রতিদিন ১৬ মালা জপ করা, চারটি নীতি অনুরসরণ করা যা হলো মঙ্গলারতির জন্য ঘুম থেকে উঠা, শ্রীমদ্ভাগবতমের ক্লাসের পূর্ব পর্যন্ত সকালের সমস্ত কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করা, পরবর্তীতে অন্যান্য বিভিন্ন প্রকারের কর্মসূচীতে নিজেকে নিযুক্ত রাখা, শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ প্রতিদিন পড়া, তাহলে সেই ধরণের ভক্তদেরকে তৃতীয় শ্রেণীর ভক্ত বলা হয়, যারা শ্রীল প্রভুপাদের উপরোক্ত নির্দেশ অনুসরণ করে না। এই ধরণের তৃতীয় শ্রেণীর ভক্তরা তাদের ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনা এবং আচারের জন্য অন্যান্য ভক্তদের সাথে বিভিন্ন সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে। ইসকনের মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে তাদের কিছু জ্যেষ্ঠ ভক্তরা অধপতনের মাধ্যমে নিজেদের তৃতীয় শ্রেণীর ভক্ত হিসেবে প্রমাণ করেছে। এই ধরণের লোকেরা যদি গুরুর বেশ ধারণ করেন তাহলে এর ফলাফল কী হবে? এককথায় বিশৃঙ্খলা।

৩.২ বিপদগামী ও তাদের অনুসারীদের অবস্থান

নিঃসন্দেহে, মায়া খুবই শক্তিশালী, একজন সন্ন্যাসীর অধঃপতন হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত আধ্যাত্মিক গুরুর অধঃপতন হতে পারে না। এটি স্মরণে রাখা শ্রেয় যে, একজন প্রকৃত আধ্যাত্মিক গুরু তাঁর গুরু দ্বারা যোগ্যতা সম্পন্ন এবং অনুমোদিত।

১৯৭৭ সালে ইস্‌কনের ইতিহাসে, অসংখ্য গুরু শ্রীকৃষ্ণের কৃপা থেকে নিপতিত হয়েছে। যদি এই সমস্ত ভক্তরা অধঃপতিত হয়, তাহলে কোন শ্রেণীর ভক্ত ছিল তারা? অবশ্যই তৃতীয় শ্রেণীর। তাহলে তারা কীভাবে গুরু হতে পারে?

যদি তারা সত্যিই শ্রীল প্রভুপাদ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং অনুমোদিত এবং শ্রীল প্রভুপাদের পরবর্তী গুরু অর্থাৎ তাঁর পরম্পরা হয়, তাহলে কেন তারা প্রথম শ্রেণী থেকে অধঃপতিত হয়েছে?

তাদের মধ্যে কারো কারো অধঃপতন আনুষ্ঠানিকভাবে হলেও বেশির ভাগ ভক্তের কেলেঙ্কারী আনুষ্ঠানিকভাবে দেখা যায়নি, কারণ এদের মধ্যে বেশিরভাগ ভক্ত যৌন কেলেঙ্কারীর সাথে যুক্ত আছে।

ভক্তিমূলক সেবা থেকে কোনো ভক্তের অধঃপতনের দুটো কারণ থাকে, হয় ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য অথবা উদাসীনতার জন্য।

শ্রী বিষ্ণু'র বাহক সৌবরি মুনি, যৌগ অনুশীলনের মতো একটা পরিপক্ক স্তরে পৌঁছানোর পরেও শুধুমাত্র আত্ম ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য তিনি পঞ্চাশ জন রাজকুমারীকে বিবাহ করেছিলেন। মহান আচার্য্য মাধবেন্দ্র পুরীর ভক্ত রামচন্দ্র পুরী তাঁর গুরুর চরণে অপরাধী হয়ে মায়াবদী ব্যক্তিসত্ত্বাহীনে পরিণত হয়েছে। আমাদের এই উদাহরণগুলো থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। এই ধরনের ঘটনা ইসকনে প্রতিনিয়ত হচ্ছে কিন্তু উদাসীনতার কারণে তা কোনোভাবে অধঃপতন বা পথভ্রষ্টতা হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে না।

তাছাড়া শ্রীল প্রভুপাদ দীক্ষা গুরু হওয়ার জন্য কোনো পন্ডিত বা কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করেননি। দীক্ষা গুরুর পদটা জি-বি-সি নিজের খামখেয়ালী মনে খুশীমতো ব্যবহার করছে, যা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে অপরাধ করা হচ্ছে।

এইখানে কিছু আচরণ গত বিধিনিয়ম উল্লেখ করা হয়েছে, যা তথাকথিত কিছু গুরু দ্বারা লঙ্ঘিত হয়ে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে অপরাধী হয়েছে। এখানে সন্নাসীদের

জন্য কিছু আচরন গত বিধি উল্লেখ করা হয়েছে, যা বর্তমান তথাকথিত কিছু গুরু দ্বারা লংঙ্ঘন করার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদের চরনে অপরাধ করছে।

পদাপি যুবতীং ভিক্ষুর্ন স্পৃশেদ্ দারবীমপি।

স্পৃশন্ করীব বধ্যেত করিণ্যা অঙ্গসঙ্গতঃ ॥

কোন সাধু সজ্জন মানুষেরই তরুণী বালিকাকে স্পর্শ করাও উচিত নয়। এমন কি, নারীরূপের কোনো কাঠের পুতুলেও যেন তার চরণ পর্যন্ত স্পর্শ না করে। নারীর শরীর স্পর্শের ফলে অবশ্যই তিনি মায়া জালে আবদ্ধ হয়ে পরবেন, ঠিক যেভাবে হস্তিনীর শরীর স্পর্শের আকাঙ্খার ফলে হস্তি বন্দিদশা বরণ করতে বাধ্য হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতম ১১.৮.১৩

স্ত্রীণাং নিরীক্ষণস্পর্শসংলাপক্ষেবলনাদিকম্

প্রাণিনো মিথুনীভূতানগৃহস্থোহগ্রত স্ত্যজেৎ

যারা বিবাহিত নয় - সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ এবং ব্রহ্মচারীদের- কখনও স্ত্রীলোকদের প্রতি নিরীক্ষণ করে, স্পর্শ করে, বার্তালাপ, পরিহাস বা খেলাধূলা করে সঙ্গ করা উচিত নয়। আবার মৈথুনরত কোনো প্রাণীর সঙ্গ করাও তাদের উচিত নয়।

শ্রীমদ্ভাগবতম ১১.১৭.৩৩

যদি ন সমুদ্বরন্তি যতয়ো হৃদি কামজটা

দুরধিগমোহসতাং হৃদি গতোহস্মৃতকণ্ঠমণিঃ

অসুতৃপযোগিনামুভয়তোহপ্যসুখং ভগবন্ন

অনপগতন্তকাদনধিরূঢ়পদাদ্ভবতঃ

হে ভগবান। যে যতিগণ হৃদয়স্থিত কামের মূল অর্থাৎ বাসনাগুলিকে যদি উৎপাটিত না করে তবে সেই অসাধুদের হৃদয়স্থিত হলেও আপনি তাদের দুষ্প্রাপ্য হন। কোন ব্যক্তির কণ্ঠে মণি থাকলেও সেকথা তার বিস্মরণ হওয়ায় তার পক্ষে সেই মণি দুষ্প্রাপ্য হয়। সে রকম আপনি তাদের সাক্ষাৎ অনুভূত হন না। ইন্দ্রিয় ভোগ-পরায়ণ যোগীদের ইহকাল ও পরকাল এই উভয়কালেই অসুখ অর্থাৎ ইহকালে মৃত্যু ভয় ও পরকালে আপনাকে অপ্রাপ্তি জন্য ভয় হয়ে থাকে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতম ১০.৮৭.৩৯

ধর্মীয় ভাবপ্রবণতা মিথ্যা প্রর্দশনের দ্বারা তারা যখন সব রকম দূর্নীতি মূলক কাজের প্রশ্রয় দেয়, তখন তারা লোক দেখানো ভগবদ্ভক্তি উপস্থাপনা করে। এভাবেই তারা সদ্ গুরু ভক্তরূপে স্বীকৃত হয়। এই প্রকার ধর্মনীতি লঙ্ঘনকারীরা প্রামাণিক আচার্য এবং গুরু পরম্পরা ধারায় অধিষ্ঠিত সাধুজনোচিত শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না। জনসাধারণকে বিপথে চালিত করার জন্য আচার্যদের নীতি অনুসরণ না করেই, তারা নিজেরা তথাকথিত আচার্য সেজে বসে।

এই ধর্মধ্বজী দুর্বৃত্তরা মানব সমাজের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর উৎপাত বিশেষ যেহেতু ধার্মিক সরকার বা শাসকবর্গ না থাকায় তারা রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা শাস্তি থেকে রেহাই পায়। কিন্তু তারা দৈবের বিধানের কবল থেকে রেহাই পায় না। ভগবদ্গীতায় (১৬/১৯-২০) শ্রী ভগবান স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন যে, ধর্ম প্রচারকের বেশধারী এইসব ঈশ্বর- বিদ্বেষী অসুরেরা নরকের অন্ধকারতম অঞ্চলে নিক্ষিপ্ত হবে। শ্রী ঈশোপনিষদে এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় যে এই সব কপট ধর্মাচার্য কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য গুরুগিরির কাজ সমাপ্ত করে জগতের সবচেয়ে জঘন্যতম লোকে গতি লাভ করছে।

শ্রী ঈশোপনিষদ মন্ত্র ১২, সারমর্ম

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা।

ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে।

শ্রুতি স্মৃতি, পুরাণসমূহ ও নারদ পঞ্চরাত্র আদি প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্রকে অবহেলা করে যে হরিভক্তি, তা শুধু সমাজে উৎপাতই সৃষ্টি করে।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪২,

তেষাং কুপথদেষ্ট্রণাং পততাং তমসি হ্যধঃ ।

যে শ্রদ্দধ্যুর্বচস্তে বৈ মজ্জন্ত্যশ্মপ- বা ইব।

যে সমস্ত নেতারা অজ্ঞানের অন্ধকারে পতিত হয়েছে এবং যারা (পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণিত) ধ্বংসের পথ প্রদর্শন করে মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে, তারা প্রকৃতপক্ষে পাথরের তৈরী নৌকায় করে সমুদ্র পার হওয়ার চেষ্টা করছে। যারা অন্ধের মতো তাদের অনুসরণ করে, তারাও অচিরেই তাদের সঙ্গে নিমজ্জিত হবে, তেমনি যারা মানুষকে কুপথে পরিচালিত তারা নরকগামী হয়, তাদের অনুগামীরাও তাদের সঙ্গে নরকে যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতম ৬.৭,১৪

৩.৩ কী করে এই অবস্থার সংশোধন করব ?

উত্তরটি খুবই সহজ। প্রত্যেকেরই উচিত শ্রীল প্রভুপাদের সকল নির্দেশ মেনে চলা এবং দীক্ষার ক্ষেত্রে ঋত্বিক প্রথা অনুসরণ করা। যদি ইসকনের কোনো দলপতি তা করতে পারে, তাহলে এতদিন তারা যা করেছে তার মধ্যে এটিই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আমরা চিরতরে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।

কিন্তু যদি তারা তা না করে, তাহলে আমরা তাদেরকে সমর্থন করে মারাত্মক অপরাধ করতে পারব না। আমরা তাদেরকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে পারি না যতদিন পর্যন্ত ইসকনের কোনো ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদকে একমাত্র দীক্ষাগুরু হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না করবে এবং যতদিন পর্যন্ত ইসকনের পরিচালকবর্গকারীরা তাদের বোকামী বুঝতে পেরে নিজেদের সংশোধন না করবে।

যদি কোনো ভক্ত নিজের অবস্থার সংশোধন করতে আগ্রহী হয়, তাহলে তাকে শ্রীল প্রভুপাদের সকল নির্দেশ মেনে চলতে হবে। তাঁর নির্দেশ উপেক্ষা করা যাবে না।

আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।

ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেব ময়ো গুরু ঃ ॥

আচার্য্যকে আমার থেকে অভিন্ন বলে মনে করা উচিত এবং কখনো কোনভাবে তাকে অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়। তাকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা এবং তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া উচিত নয়, কেননা তিনি সমস্ত দেবতার প্রতিনিধি স্বরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতম ১১.১৭.২৭

মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া।

মৈত্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ ॥

শুদ্ধ ভক্তের উচিত গুরুদেব এবং আচার্য্যদের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা। দীনজনদের প্রতি তাঁর কৃপা প্রদর্শন করা উচিত এবং

সমতুল্য ব্যক্তিদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা উচিত, কিন্তু তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ ইন্দ্রিয় সংযম এবং বিধি নিষেধ অনুসরণ করার দ্বারা সম্পাদন করা উচিত।

শ্রীমদ্ভাগবতম ৩.২৯.১৭

প্রত্যেকেরই উচিত ঋত্বিক দিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে শাস্ত্রীয় প্রমাণ এবং দলিলটি বারংবার পড়া এবং শুদ্ধ ভক্তের সাথে এই ব্যাপারে খোলামেলা আলোচনা করা।

আবার অনেকে মনে করেন এই ধরনের প্রশ্ন করলে বয়োঃজেষ্ঠ্য ভক্তের চরণে অপরাধ হতে পারে। তাহলে ইসকনে শ্রীল প্রভুপাদের চেয়ে বয়োঃজৈষ্ঠ্য এবং অধিকতর অগ্রসর ভক্ত কে আছে?

এই ধরনের অপরাধ সহ্য করে, কীভাবে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রী চরণে অপরাধ করে যাচ্ছি? আর আমরা কীভাবে তাদের বৈষ্ণব বলতে পারি যারা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রী চরণে অপরাধ করছে? একজন শুদ্ধ ভক্তের এই বিষয়গুলো সুক্ষ্মভাবে চিন্তা করা উচিত।

৩.৪ এমন পরিপন্থী কিছু দেখলে কীভাবে এর মোকাবেলা করবে?

নিম্নোক্ত কিছু স্তবক দেয়া হয়েছে, যেগুলো আমাদের শিক্ষা দেবে কিভাবে আমরা তাদের মোকাবেলা করব।

ন সভান্ত প্রবিশেৎ প্রাজ্ঞঃ সভ্যদোষাননুস্মরণ।

অব্রু বন্ বিব্রুবন্নজ্ঞো নরঃ কিল্বিষমশ্রুতে ॥

বিজ্ঞ ব্যক্তি যদি জানতে পারেন যে, সদস্যগণ সেখানে অনৈতিক কর্ম করছে, তবে তেমন সমাবেশে তিনি প্রবেশ করবেন না। আর যদি প্রবেশও করেন, যদি তিনি সত্য ভাষণে ব্যর্থ হন, মিথ্যা কথা অথবা সেই সমন্বন্ধে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তবে তিনি অবশ্যই পাপ ভাগী হন।

শ্রীমদ্ভাগবতম ১০.৪৪.১০

নিন্দাং ভগবতঃ শৃম্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।

ততো নাপৈতি যঃ সোহপি যাত্যধঃ সুকৃতচ্চুতঃ ॥

যে কেউই অথবা তাঁর বিশ্বস্ত ভক্ত, যে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পরম ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করেও তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করতে ব্যর্থ হয়, অবশ্যই তার পূণ্য ফল থাকা সত্ত্বেও সে পতিত হবে

শ্রীমদ্ভাগবতম ১০.৭৪.৪০

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।

প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥

যিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেম নিবেদন করে থাকেন, সকল ভগবদ্ভক্তের প্রতি মৈত্রিভাবাপন্ন হন, নিরীহ প্রকৃতির অজ্ঞজনকে কৃপা প্রদর্শন করেন এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বিদ্বেষী সকলকে উপেক্ষো করেন। তাঁকে মধ্যম অধিকারী ভাগবত ব্যক্তিরূপে মধ্যম তথা দ্বিতীয় পর্যায়ের ভক্ত বলা হয়ে থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতম ১১.২.৪৬

মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া।

মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ ॥

শুদ্ধ ভক্তের উচিত গুরুদেব এবং আচার্য্যদের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা। দীনজনদের প্রতি তাঁর কৃপা প্রদর্শন করা উচিত এবং সমতুল্য ব্যক্তিদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা উচিত। কিন্তু তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ ইন্দ্রিয় সংযম এবং বিধি নিষেধ অনুসরণ করার দ্বারা সম্পাদন করা উচিত।

শ্রীমদ্ভাগবতম ৩.২৯.১৭

মৈত্রী সুদৃঢ় হয় সম রুচি এবং সম উপলব্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে। এই প্রকার ব্যক্তিদের বলা হয় স্বজাতি। যাদের চরিত্র উপলব্ধির মানদন্ডে স্থির নয়, তাদের সঙ্গ করা ভক্তদের উচিত নয়। তারা বৈষ্ণব অথবা কৃষ্ণভক্ত হলেও, তাদের চরিত্র যদি ঠিক না হয়, তাহলে তাদের থেকে দূরে থাকা উচিত। ভক্তদের কতর্ব্য হচ্ছে নিষ্ঠা সহকারে মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করা; দৃঢ়তাপূর্বক বিধি-বিধান পালন করা এবং সমস্তরের ব্যক্তিদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা।

শ্রীমদ্ভাগবতম ৩.২৯.১৭ তাৎপর্য

উপসংহার

আমরা আশা করি সমস্ত শাস্ত্রীয় এবং দলিল সংক্রান্ত সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে আপনারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, শ্রীল প্রভুপাদই হচ্ছে ইসকনের একমাত্র দীক্ষাগুরু এবং আজীবন দীক্ষাগুরু পদে আসীন থাকবেন অর্থাৎ তার তিরোধানো পরেও এবং দীক্ষা প্রক্রিয়া চালু রাখার জন্য ঋত্বিক প্রথা চালু করে গেছেন, গুরু পরম্পরা নয়।

যাই হোক সম্পূর্ণ বিষয়টি পড়ার পরেও যদি কেউ দীক্ষায় ঋত্বিক প্রথা এবং শ্রীল প্রভুপাদের সকল নির্দেশকে অমান্য করে তাহলে ভগবদ্গীতা থেকে নিম্নোক্ত শে-াকটি পড়ুন যেখানে এই সমস্ত ব্যক্তির পরিণতি উন্মোচন করা হয়েছে।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।

নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥

মূর্খ এবং শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি কখনই ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারে না। সন্দিগ্ধ চিত্ত ব্যক্তি ইহলোকে সুখ ভোগ করতে পারে না এবং পরলোকেও সুখ ভোগ করতে পারে না।

ভাগবদ্গীতা ৪.৪০

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকাররতঃ।

ন স সিদ্ধিমবা প্রোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥

কিন্তু শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ যে কামাচারে বর্তমান থাকে, সে সিদ্ধি বা সুখ বা পরাগতি লাভ করতে পারে না।

যদি উপরোক্ত কোনো বাক্যে কোনো প্রকার ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে এবং শোধন করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে কোনো ইতস্তত না করে ই-মেইল করুন-

admin@srikrishnamandir.org

oniedutta1995@gmail.com

জয় শ্রীল প্রভুপাদ ! হরে কৃষ্ণ

সমাপ্ত

ঃ

শ্রীল প্রভুপাদের মুল চিঠি বইয়ের শেষ ভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে……

পিরামিড হাউস কনফেশনস ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৮০, লস এঞ্জেলেস

তমাল কৃষ্ণ মহারাজ ঃ কিছুদিন আগে আমি এটা উপলব্ধি করলাম (...) শ্রীল প্রভুপাদ এমন কথা অনেকবারই বলেছেন যে তার গুরু মহারাজ কোনো উত্তরাধিকারী নিয়োগ করেননি (...) এমনকি শ্রীল প্রভুপাদের বইগুলিতেও তিনি বলেছেন যে গুরু হতে গেলে যোগ্য হতে হবে। (...)

প্রত্যাদেশ পেলাম কারণ আমার একটা প্রশ্ন ছিল, তাই কৃষ্ণ কথা বললেন। আসলে শ্রীল প্রভুপাদ কখনো কোনো গুরুকে নিয়োগ করেননি। তিনি এগারোজন ঋত্বিককে নিয়োগ করেছেন। গত তিন বছর ধরে আমি ও অন্যান্য জি.বি.সি. এই সংস্থার সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছি কারণ ঋত্বিকদের নিয়োগকে আমরা গুরুর নিয়োগ বলে ব্যাখ্যা করেছি।

আসলে কী ঘটেছে আমি বুঝিয়ে বলছি। আমি আগে ব্যাখ্যা করেছি কিন্তু সেটা ভুল। প্রকৃতপক্ষে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে তিনি কয়েকজন ঋত্বিক নিয়োগ করতে পারেন, তাই নানা কারণে জি.বি.সি.-রা সম্মিলিত হয়েছিলেন ও শ্রীল প্রভুপাদের কাছে গিয়েছিলেন, আমাদের পাঁচ ছয় জন। (এখানে ১৯৭৭ সালের ২৮শে মে'র সম্মেলনের কথা বলা হচ্ছে)। আমরা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'শ্রীল প্রভুপাদ, আপনার তিরোধানের পর আমরা যদি শিষ্য গ্রহণ করি, তারা কার শিষ্য হবে, আপনার না আমাদের?

পরে যারা দীক্ষা নিতে চায় তাদের নামের তাড়া তাড়া লিস্ট জমা হয়ে গিয়েছিল। আমি বললাম, "শ্রীল প্রভুপাদ, একবার আপনি ঋত্বিকদের কথা বলেছিলেন। আমি জানি না কী করব। আমরা আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না কিন্তু শয়ে শয়ে ভক্তদের নামকরণ করতে হবে আর আমি শুধু চিঠিগুলোকে আটকে রেখেছি। আপনি কী করতে চান আমি জানি না।' শ্রীল প্রভুপাদ বললেন, 'ঠিক আছে, আমি একজনকে নিয়োগ করব...'আর তিনি নামগুলি বলতে শুরু করলেন। তিনি এটা অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে তারা তাঁর শিষ্য হবে। সেই সময়ে আমরা মনেও এটা স্পষ্ট ছিল যে তারা তাঁর শিষ্য। পরে, আমি তাঁকে দুটো প্রশ্ন করি, একটা হল 'ব্রহ্মানন্দ স্বামীর ব্যাপারটা কী হবে,'আমি তাঁকে এই প্রশ্ন করেছিলাম কারণ ব্রহ্মানন্দ স্বামীর প্রতি আমার একটা স্নেহের ভাব ছিল (...) শ্রীল প্রভুপাদ বললেন, 'না, যতক্ষণ না সে যোগ্য হচ্ছে'। চিঠিটা টাইপ করার আগে, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম 'শ্রীল প্রভুপাদ, এই-ই সব, না আপনি আরো নাম যোগ করতে চান?' তিনি বললেন 'প্রয়োজনমত নাম যোগ করা যেতে পারে।'

এখন আমি বুঝতে পারছি যে তিনি যা করেছিলেন সেটা খুব পরিস্কার ছিল। শারীরিকভাবে তিনি দীক্ষাদান অনুষ্ঠান পরিচালনা করার মত সক্ষম ছিলেন না তাই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর পক্ষ থেকে দীক্ষাদানের জন্য ঋত্বিকদের নিয়োগ করেন। তিনি এগারোজনকে বেছে নেন, আর খুব স্পষ্ট করেই বলেন, 'যে সবচেয়ে কাছে আছে সে দীক্ষা দেবে।' এটা খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ যখন দীক্ষার প্রশ্ন আসে তখন কে

কাছে আছেন সেটা প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হল হৃদয় কোথায় যেতে চায়। যার ওপর তুমি বিশ্বাস রাখতে পারবে তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নেবে। কিন্তু যখন প্রতিনিধির প্রশ্ন আসছে তখন কে কাছাকাছি আছেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ আর ব্যাপারটা তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন। তিনি তাঁদের নাম করেছেন। তাঁরা পৃথিবীর নানা জায়গায় আছেন, আর তিনি বলেছেন, 'যে তোমার কাছাকাছি আছে তার কাছে যাও। তারা তোমাকে পরীক্ষা করবে। তারপর আমার হয়ে তারা তোমাকে দীক্ষা দেবে।' এটা এমন নয় যে তোমাকে তার ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে,একেবারেই নয়। সেটা গুরুর কাজ। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, 'এই সংস্থা পরিচালনা করার জন্য আমাকে জি.বি.সি. তৈরি করতে হবে আর আমি আমার শিষ্যদের নিয়োগ করব। আমাদের সংস্থায় লোকে যাতে যোগ দিতে পারে ও দীক্ষা গ্রহণ করতে পারে, আমাকে সাহায্য করার জন্য কয়েকজন ঋত্বিকদের নিয়োগ করতে হবে কারণ(...) আমি নিজে শারীরিকভাবে উপস্থিত থেকে সবাইকে সামলাতে পারব না।' এবং এটাই শেষ কথা, কখনো এর চেয়ে বেশি কিছু ছিল না, আপনারা আপনাদের শেষ টাকাটাও বাজি রেখে বলতে পারেন যে শ্রীল প্রভুপাদ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বলে গেছেন কীভাবে গুরু সম্পর্কিত ব্যাপারটার সমাধান হবে।

কারণ তিনি ইতিমধ্যে এ কথা লক্ষবার বলেছেন। তিনি বলেছেন 'আমার গুরু মহারাজ কারোকে নিয়োগ করেন নি, এটা যোগ্যতার দ্বারা নিরূপিত হয়।' আমরা একটা বড় ভুল করেছি। শ্রীল প্রভুপাদের তিরোধানের পরে এই এগারোজনের ভূমিকা কী? (...০

শ্রীল প্রভুপাদ কেবলমাত্র সন্ন্যাসীদের নাম করেন নি। তিনি দুজনের নাম করেছেন যাঁরা গৃহস্থ, তাঁরা অন্তত ঋত্বিক হতে পারেন তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে তাঁরা যে কোনো সন্ন্যাসীর সমতুল্য। তাই কেউ যিনি আধ্যাত্মিক যোগ্যতা অর্জন করেছেন- এটা সবসময় ধরে নেওয়া হয়েছে। যে গুরু বর্তমানে তিনি কখনো শিষ্য গ্রহণ করবেন না, কিন্তু যখন গুরু তিরোধান করেন তখন তিনি যদি যোগ্য হন আর কেউ যদি তাঁর ওপর বিশ্বাস অর্পন করেন তিনি শিষ্য গ্রহণ করতে পারেন। অবশ্যই, তাঁদের (সম্ভাব্য শিষ্যদের) প্রকৃত গুরুকে বিচার বিবেচনা করে বেছে নেওয়া উচিত। কিন্তু আপনি যদি প্রকৃত গুরু হন, এবং আপনার গুরু যদি বর্তমান না থাকেন, তাহলে গুরু হওয়া আপনার অধিকারের মধ্যে পড়ে। এটা অনেকটা কোনো লোকের সন্তান উৎপাদনের মত ব্যাপার (...) দুর্ভাগ্যবশত জি.বি.সি. এই ব্যাপারটা ধরতে পারেনি। তারা তক্ষুনি (ধরে নিল, সিদ্ধান্ত নিল) যে এই এগারোজন হলেন নির্বাচিত গুরু। আমি নিজে জোর দিয়ে বলতে পারি আর তার জন্য সকলের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে নিশ্চয়ই এতে কিছু পরিমাণে আধিপত্য বিস্তারের বাসনা ছিল (...) এটাই বদ্ধজীবের স্বভাব এবং এটি সর্বোচ্চ পদে দেখা দিয়েছে 'গুরু' ও কী চমৎকার। এখন আমি গুরু, আর কেবল আমরা এগারোজন (...)।

আমার মনে হয় যদি আমরা আর নতুন কিছু ঘটা বন্ধ করতে চাই তাহলে এই উপলব্ধি বা এই বোঝাপড়া খুব জরুরী, কারণ, বিশ্বাস করুন এরকম ঘটনা আবার ঘটতে চলেছে। ব্যাপারগুলো একটু থিতিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায়, আবার কোন ঘটনা ঘটবে, হয় এই লস এঞ্জেলেসে বা অন্য কোথাও। এরকম ব্যাপার ক্রমাগত ঘটেই যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না কৃষ্ণের প্রকৃত আধ্যাত্মিক শক্তিকে আমরা মুক্তি দিচ্ছি। (...) আমার মনে হয় যে জি.সি.বি. যদি এই দৃষ্টিভঙ্গীকে খুব তাড়াতাড়ি গ্রহণ না করে তাহলে তারা সত্যকে বুঝতে পারবে না। আপনারা আমাকে টেপ বা লেখা এমন কিছু দেখাতে পারবেন না যেখানে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন 'আমি এই এগারোজনকে গুরু হিসেবে নিয়োগ করছি।' এরকম কিছু নেই কারণ তিনি কখনো কোনো গুরু নিয়োগ করেন নি। এটা একটা মিথ। (...) যেদিন আপনারা দীক্ষাগ্রহণ করলেন সেদিন আপনারা আপনাদের পিতার তিরোধানের পর যোগ্যতা থাকলে পিতা হওয়ার অধিকার পেলেন। কোনো নিয়োগ পদ্ধতি নেই। এর জন্য নিয়োগের প্রয়োজন হয় না কারণ এরকম কিছু নেই।

<u>ত্রিদন্ডী গোস্বামী</u>

<u>এ.সি. ভক্তিবেদান্তস্বামী</u>

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য ঃ ইনটারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেস

কেন্দ্র ঃ কৃষ্ণ-বলরাম মন্দির ভক্তিবেদান্ত স্বামী মার্গ, রমনরেতি, বৃন্দাবন, ইউ.পি.

৪ঠা পুন, ১৯৭৭

<u>দলিলের ঘোষণা</u>

আমি এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, ইনটারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেসের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা এবং ওম বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ প্রভুপাদের শিষ্য বর্তমানে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ বলরাম মন্দিরে বসবাসকারী, আমার শেষ ইচ্ছাপত্রের দলিল তৈরি করছি ঃ

১) গভর্নিং বডি কমিশন (জি.বি.সি.) সম্পূর্ণ ইনটারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেসের পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হবে।

২) প্রতিটি মন্দির ইস্কনের সম্পত্তি বলে পরিগণিত হবে এবং তিনজন এক্সিকিউটিভ ডিরেকটর এগুলির দেখাশোনার দায়িত্বে থাকবেন। পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা এখন যেরকম ভাবে চলছে সেরকম ভাবেই চলবে এবং এর কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।

৩) ভারতবর্সে স্থিত সম্পত্তির দেখাশোনা করবেন নিম্নলিখিত এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টররা ঃ

ক) শ্রী মায়াপুর ধাম, পানিহাটি, হরিদাসপুর ও কোলকাতার সম্পত্তি ঃ গুরুকৃপা স্বামী, জয় পতাকা স্বামী, ভবানন্দ গোস্বামী ও গোপাল কৃষ্ণ দাস অধিকারী।

খ) বৃন্দাবনের সম্পত্তি ঃ গুরুকৃপা স্বামী, অক্ষয়ানন্দ স্বামী ও গোপাল কৃষ্ণ দাস অধিকারী।

গ) বম্বের সম্পত্তি ঃ তমাল কৃষ্ণ গোস্বামী, গিরিরাজ দাস ব্রহ্মচারী ও গোপাল কৃষ্ণ দাস অধিকারী।

ঘ) ভুবনেশ্বরের সম্পত্তি ঃ গৌর গোবিন্দ স্বামী, জয় পাতাকা স্বামী ও ভাগবৎ দাস ব্রহ্মচারী।

ঙ) হায়দ্রাবাদের সম্পত্তি ঃ মহংস স্বামী, শ্রীধর স্বামী, গোপাল কৃষ্ণ দাস অধিকারী ও বলীমর্দন দাস অধিকারী।

এই এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টররা আজীবন এই পদে আসীন থাকনে। উপরিউক্ত ডিরেক্টররা তাঁদের কাজে ব্যর্থ হলে বা তাঁদের মৃত্যু হলে বাকী ডিরেক্টররা নতুন ডিরেক্টর নিয়োগ করতে পারবেন, তবে নতুন ডিরেক্টরকে আমার দীক্ষিত শিষ্য হতে হবে ও আমার বইতে যেরকম লেখা আছে সেই অনুযায়ী ইনটারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাস্‌নেসের সব নিয়ম নীতি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে আর এই সময়ে একসঙ্গে তিন জনের কম বা পাঁচ জনের বেশি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর কাজ করতে পারবেন না।

৪) আমি ইনটারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেসকে সৃষ্টি করেছি, এবং সুসহংত করে গড়ে তুলেছি আর আমি এখানে নির্দেশ দিচ্ছি যে ভারতবর্ষের মধ্যে ইস্কনের নামে থাকা কোনো স্থাবর সম্পত্তিকে কোনোদিনও বন্ধক দেওয়া, বিক্রী বা দান

করা অথবা কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ, হস্তান্তর বা বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। এই নির্দেশ অপরিবর্তনীয়।

৫) ভারতবর্ষের বাইরের সম্পত্তিকে মূলনীতি বজায় রেখে চলার জন্য কখনো বন্ধক দেওয়া বিক্রী বা দান করা বা কোনো রকমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ, হস্তান্তর বা বিছিন্ন করা যাবে না কিন্তু যদি প্রয়োজন হয় সেগুলিকে বন্ধক দেওয়া, বিক্রী ইত্যাদি করা তখনই হবে যখন সেক্ষেত্রে ওই বিশেষ সম্পত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত জি.বি.সি. কমিটির সদস্যদের দ্বারা অনুমোদিত হবে।

৬) ভারতের বাইরের সম্পত্তি ও তার পরিচালনার দায়িত্বে থাকা জি.বি.সি. কমিটির সদস্যদের নাম নিচে দেওয়া হল

ক) শিকাগো, ডে ট্রয়েট ও অ্যান আরবার এর সম্পত্তি ঃ জয়তীর্থ দাস অধিকারী, হরিকেশ স্বামী ও বলবন্ত দাস অধিকারী।

খ) হাওয়াই, টোকিও, হংকং এর সম্পত্তি ঃ গুরুকৃপা স্বামী, রামেশ্বর স্বামী ও তমালকৃষ্ণ গোস্বামী।

গ) মেলবোর্ন, সিডনি ও অষ্ট্রেলিয়া ফার্মের সম্পত্তি ঃ গুরুকৃপা স্বামী, হরি সৌরী ও আত্রেয় ঋষি।

ঘ) ইংল্যান্ড (লন্ডন র‍্যাডলেট) ফ্রান্স, জার্মানী, নেদারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, সুইডেন এর সম্পত্তি ঃ জয়তীর্থ দাস অধিকারী, ভগবান দাস অধিকারী আর হরিকেশ স্বামী।

ঙ) কেনিয়া, মরিশাস, সাউথ আফ্রিকার সম্পত্তি ঃ জয়তীর্থ দাস অধিকারী, ব্রহ্মানন্দ স্বামী আর আত্রেয় ঋষি।

চ) মেক্সিকো, ভেনেজুয়েলা, ব্রাজিল, কোস্টারিকা, পেরু, ইকুয়েডর, কলম্বিয়া, চিলির সম্পত্তি ঃ হৃদয়ানন্দ গোস্বামী, পঞ্চ দ্রাবিড় স্বামী ও ব্রহ্মানন্দ স্বামী।

ছ) জজটাউন, গায়না, সান্তা ডোমিংগো, সেন্ট অগাস্টিনের সম্পত্তি ঃ আদি কেশব স্বামী, হৃদয়ানন্দ গোস্বামী ও পঞ্চ দ্রাবিড় স্বামী।

জ) ভাঙ্কুভার, সিয়াটেল, বার্কলে ও ডালাসের সম্পত্তি ঃ সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী, জগদীশ দাস অধিকারী ও জয়তীর্থ দাস অধিকারী।

ঝ) লস এঞ্জেলেস, ডেনভার, সান দিয়েগো, লাগুনা বীচের সম্পত্তি ঃ রামেশ্বর স্বামী, সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী ও আদি কেশব স্বামী।

ঞ) নিউ ইয়র্ক, বস্টন, পুয়ের্টো রিকো, পোর্ট রয়্যাল, সেন্ট লুইস ফার্মের সম্পত্তি ঃ তমাল কৃষ্ণ গোস্বামী, আদি কেশব স্বামী ও রামেশ্বর স্বামী।

ট) ইরানের সম্পত্তি আত্রেয় ঋষি, ভগবান দাস অধিকারী ও ব্রহ্মানন্দ স্বামী।

ঠ) পিটসবার্গ, নিউ বৃন্দাবন, টরোন্টো, ক্লীভল্যান্ড, বাফেলোর সমইত্ত ঃ কীর্তনানন্দ স্বামী, আত্রেয় ঋষি ও বলবন্ত দাস অধিকারী।

ঢ) আটলান্টা, টেনেসি ফার্ম, গেইনসাভিল, মিয়ামি, নিউ অর্লিয়েন্স, মিসিসিপি ফার্ম, হিউস্টনের সম্পত্তি ঃ বলবন্ত দাস অধিকারী, আদি কেশব স্বামী ও রূপানুগ দাস অধিকারী।

ণ) ফিজির সম্পত্তি ঃ হরি সৌরী, আত্রেয় ঋষি ও বাসুদেব।

৭) আমি ঘোষণা করছি আর আমার সিদ্ধান্তকে বহাল রেখে বলছি যে আমার নামে থাকা সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি এমনকি বিভিন্ন ব্যাংকে থাকা আমার কারেন্ট একাউন্ট ও ফিক্সট ডিপোজিট ইনটারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেসের সম্পত্তির ওপর এখানে যাদের নাম উল্লিখিত আছে তাঁরা ছাড়া আমার পূর্বাশ্রমের উত্তরাধিকারীদের ও তাদের মাধ্যমে অন্যকারোর কোনো অধিকার ও দাবী থাকবে না।

৮) যদিও বিভিন্ন ব্যাংকে থাকা আমার টাকা ইস্কনের জন্য খরচা হয় ও ইস্কনই তার অধিকারী তবুও আমার কিছু টাকা আলাদা করে ব্যাংকে জমা আছে যার থেকে পূর্বাশ্রমের পরিবারের প্রত্যেকে (দুই ছেলে, দুই মেয়ে আর স্ত্রী) হাজার টাকা করে মাসোহারা পাবেন। পরিবারের সদস্যদের মৃত্যু হলে এই বিশেষ পুঁজিগুলো (করপোস, ইনটারেস্ট আর সেভিংস ট্রাস্টের করপাসের জন্য ইস্কনের সম্পত্তিতে পরিণত হবে আর পূর্বাশ্রমের পরিবারের উত্তরসূরী বা তাদের মাধ্যমে দাবীকৃত অন্যকারোকে আর মাসোহারা দেওয়া হবে না।

৯) এতদ্বারা আমি গুরু কৃপা স্বামী, হৃদয়ানন্দ গোস্বামী, তমাল কৃষ্ণ গোস্বামী, রামেশ্বর স্বামী, গোপাল কৃষ্ণ দাস অধিকারী, জয়তীর্থদাস অধিকারী আর গিরিরাজ দাস ব্রহ্মচারীকে অছি নিযুক্ত করছি। ১৯৭৭ সালের ৪ঠা জুন স্বজ্ঞানে ও সুস্থ মস্তিষ্কে, কারো দ্বারা প্ররোচিত বা বাধ্য না হয়ে আমি এই দলিলটি তৈরি করেছি।

সাক্ষী ঃ এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী

উপরিউক্ত উইলটিতে শ্রীল প্রভুপাদের সই আছে ও এতে সিলমোহর করা আছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা এতে সাক্ষ্য দিয়েছেন ঃ তমাল কৃষ্ণ গোস্বামী, ভগবান দাস অধিকারী ও আরো অনেকে। (মূল নথিতে সই আছে)।

আমি এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, একজন সন্ন্যাসী ও ইনটারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেসের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা এবং বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ প্রভুপাদের শিষ্য বর্তমানে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ বলরাম মন্দিরে বসবাসকারী আমার মনোগত ইচ্ছা প্রকাশের জন্য ও ১৯৭৭ সালের ৪ঠা জুন লেখা আমার আগের দলিলে যে কয়েকটি ব্যাপার অস্পষ্ট ছিল যেগুলোকে স্পষ্ট করার জন্য এই শেষ হুইল তৈরি করছি ও তাতে কিছু সংযোজন করছি, সেগুলি হল ঃ

আমি ১৯৭৭ সালের ৪ঠা জুন একটা দলিল তৈরি করেছিলাম ও তাতে কয়েকটি বন্দোবস্তের কথা ছিল। তার মধ্যে একটি হল শ্রী এম.এম.দে, বৃন্দাবন চন্দ্র দে, কুমারী ভক্তিলতা দে ও শ্রীমতি সুলক্ষণা দে, যারা গৃহস্থ আশ্রমে আমার সন্তান ছিল ও শ্রীমতি রাধারাণী যে, গৃহস্থ আশ্রমে যিনি আমার স্ত্রী ছিলেন এঁদের সকলের মাসোহারা বহাল রাখা। উল্লিখিত দলিলে ৮নং প্যারাগ্রাফে এই বন্দোবস্তের কথা বলা আছে। আলো করে পুর্ণবিবেচনা করার পর আমি অনুভব করেছি যে এই প্যারাগ্রাফে আমার বক্তব্য স্পষ্ট করে বলা হয়নি। আমি এখানে নির্দেশ দিচ্ছি যে শ্রীমতি রাধারাণী দে আজীবন ১০০০ টাকা করে প্রতি মাসে পাবেন। এই টাকাটা ইস্কনের নামে যে কোনো ব্যাংকে থেকে এক লাখ কুড়ি হাজার টাকার ফিক্সট ডিপোজিটের সুদ হিসেবে আসবে। কোন ব্যাঙ্কে থাকবে এবং তার (শ্রীমতি রাধারানী দে) কোনো উত্তরাধিকারী এই টাকার অধিকারী হবেন না আর তার মৃত্যুর পরে সংস্থার প্রয়োজন বুঝে ইস্কন কর্তৃপক্ষ এই টাকা ইস্কনের জন্য ব্যবহার করতে পারেন।

শ্রী এম.এম.দে, শ্রী বৃন্দাবন চন্দ্র দে, শ্রীমতী সুলক্ষণা দে এবং কুমারী ভক্তিলতা দে'র ইস্কন আলাদা ভাবে চার ভাগে এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা করে ফিক্সট ডিপোজিট করবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটা ব্যাংকে সাত বছরের জন্য ১,২০,০০০ টাকা জমানো হবে যাতে প্রতি মাসে অন্তত ১,০০০ টাকা করে পাওয়া যায়। প্রতি মাসে এই সুদ থেকে তাদের প্রত্যেককে ২৫০ টাকা করে দেওয়া হবে। বাকি ৭৫০ টাকা তাদের নামে সাত বছরের জন্য নতুন করে ফিক্সট ডিপোজিট করা হবে। প্রথম সাত বছরে

প্রত্যেক মাসে মাসিক সুদের এই ৭৫০ টাকা ম্যাচিওর করলে, উপরিউক্ত টাকা প্রাপকের নামে কিছু গর্ভনমেন্ট বন্ড, ফিক্সট ডিপোজিট বা যে কোনো সরকারী ডিপোজিট স্কীম কেনার ক্ষেত্রে বা স্থাবর সম্পত্তি কেনার ক্ষেত্রে খরচ করা হবে যাতে টাকাটা নিরাপদে থাকে ও বাজে খরচে নষ্ট না হয়। যা উপিরিউক্ত সকল ব্যক্তিরা বা তাঁদের মধ্যে কোনো একজন এই শর্তগুলি অমান্য করেন ও উল্লিখিত কারণগুলি ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে উপরিউক্ত অর্থ ব্যয় করেন, তাহলে ইস্কন কর্তৃপক্ষ সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ১,২০,০০০ টাকার মূল ফিক্সট ডিপোজিট থেকে প্রাপ্ত মাসোহারা বন্ধ করে দিতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে মাসে ১,০০০ টাকা করে ভক্তিবেদান্ত স্বামী চ্যারিটি ট্রাস্টে দিতে হবে। এটা স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে উল্লিখিত ব্যক্তিদের উত্তরাধিকারীদের উপরিউক্ত অর্থের ওপর কোনোরকম অধিকার থাকবে না এবং এই অর্থ আমার পূর্বাশ্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত এই ব্যক্তিদের জীবদ্দশায় কেবলমাত্র ব্যবহৃত হবে। আমি আমার আগের দলিলে কয়েকজনকে অছি নিযুক্ত করেছি। ১৯৭৭ সালের ৪ঠা জুনের ইচ্ছাপত্রে উল্লিখিত নামের সঙ্গে আমি আমার শিষ্য পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শ্রী মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরে বসবাসকারী শ্রী জয় পতাকা স্বামীর নাম যুক্ত করছি। আমি এখানে আবার নির্দেশ দিচ্ছি যে আমার অছিরা সম্মিলিত বা এককভাবে আমার দলিলে উল্লিখিত তাদের দায়িত্ব পালন করবে।

আমি এতদ্বারা উপরিল্লিখিত পদ্ধতিতে আমার ১৯৭৭ সালের ৪ঠা জুনের দলিলের পরিবর্তন ও সংশোধন করলাম। অন্যান্য ক্ষেত্রে পূর্বের দলিল এখন এবং পরবর্তীকালেও অপরিবর্তিত থাকবে।

এতদ্বারা আমি ১৯৭৭ সালের ৫ই নভেম্বর নভেম্বর সজ্ঞানে ও সুস্থ মস্তিষ্কে কারো দ্বারা প্ররোচিত ও বাধ্য না হয়ে এই দলিলের সংযোজনটি তৈরি করেছি।

সাক্ষী ঃ

(মূল নথিতে সই আছে) এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী